বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

ভূমি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২২-২০২৩

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

ভূমি মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

নির্দেশনায়

জনাব মোঃ আব্দুল বারিক
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সম্পাদনায়

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মহঃ মনিরুজ্জামান
উপপরিচালক (জরিপ), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আফজালুর রহমান
উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ রকিবুল হাসান
উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-২), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার
উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

মিজ ফরিদা খানম
চার্জ অফিসার (সীমানা-১), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান
চার্জ অফিসার (সীমানা-২), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

সহযোগিতায়

জনাব মীর আবদুল বারী

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০২৩ খ্রি.

গ্রাফিক্স ও মুদ্রণ

A1 Publications & Press, Dhaka.
a1pub.press@gmail.com

প্রকাশনায়

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

‘মুক্তির লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত
আমাদের সংগ্রাম
নবতর উদ্দীপনা নিয়ে
অব্যাহত থাকবে।’

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ এখন
আর স্বপ্ন নয়, বাস্তবতা।’

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

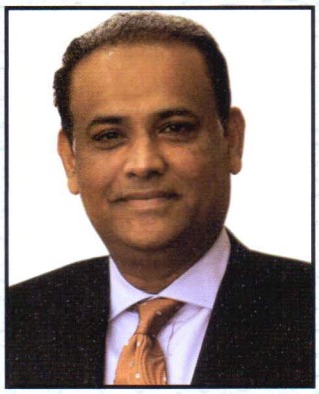

মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রতিবারের মতো ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরেও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভূমি জরিপের মাধ্যমে ভূমির নির্ভুল নকশা ও স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের আভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষণাবেক্ষণের মত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম দক্ষভাবে সম্পাদনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন। এরপর থেকেই ঐতিহাসিক বেশ কয়েকটি জরিপ কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় প্রতিষ্ঠানটি দেশে নতুন ভূমি জরিপ কার্যক্রম ও জরিপ সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদান শুরু করে।

এরই ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে ভূমি মন্ত্রণালয় 'বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে (বিডিএস)' কার্যক্রম এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। গত ০৬ই আগস্ট ২০২৩ তারিখ থেকে চট্টগ্রাম থেকে বিডিএস এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে সারাদেশে দুইটি প্রকল্পের মাধ্যমে বিডিএস কার্যক্রম বিস্তারিত হবে। বিডিএস এর মাধ্যমে স্বল্প সময়ে ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে তথা ভূ-সম্পদ জরিপ শেষ করা হবে। বিডিএস সিস্টেমে জমির মৌজা ম্যাপ ডিজিটাল হালনাগাদের ব্যবস্থা থাকায় মাঠে গিয়ে জরিপের প্রয়োজনীয়তা কমে আসবে। আমি আশা করছি বিডিএস কার্যক্রমের সুফল আগামী শতবছর বাংলাদেশিরা গ্রহণ করতে পারবেন।

উপরন্তু, ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মৌজা ও প্লট ভিত্তিক ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল মৌজায় ডিজিটাল ও স্যাটেলাইট ইমেজের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ডিজিটাল ম্যাপ ও ডাটাবেইস তৈরির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর উল্লিখিত কার্যক্রমের নেতৃত্ব দিচ্ছে। আমি আশা করছি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে এবং সরকারের 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নের জন্য উল্লিখিত কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নের গুরুদায়িত্ব পালনে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ আন্তরিকতার সাথে কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ সরকারি নীতিনির্ধারক, গবেষক, অংশীজন, ভূমি রেকর্ড ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসহ সকলের জন্য সহায়ক হবে বলে প্রত্যাশা করি। যাদের প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এ প্রতিবেদন প্রণয়ন সম্ভব হয়েছে তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এম.পি.

সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর প্রতিবছরের ন্যায় বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে ভূমি মন্ত্রণালয় বদ্ধ-পরিকর। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ভূমিসেবা আরও সহজলভ্য এবং স্বচ্ছ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ডিজিটালাইজেশন এবং ভূমি তথ্য সিস্টেম তৈরিতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ভূমিকা অপরিসীম। একবিংশ শতাব্দীর প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল যুগে সময়ের পরিবর্তন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জনগণের কাঙ্খিত সেবা নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত জরিপ ব্যবস্থাপনাকে যুগোপযোগী ও ডিজিটাইজেশন করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে।

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দক্ষ ও প্রযুক্তি নির্ভর ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে শুদ্ধ স্বত্ত্বলিপি প্রণয়নসহ ম্যাপ ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম চলমান রেখে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে ।

আমি আশা করি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ এ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর আওতাধীন জোনসমূহের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের কর্মকাণ্ডের সার্বিক চিত্র তুলে ধরা হবে। এ প্রতিবেদন থেকে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিগত বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে অংশীজন একটি সম্যক ধারণা পাবেন। এতে জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আরও জোরদার হবে বলে আমি মনে করি ।

আমি এই প্রকাশনার উত্তরোত্তর মঙ্গল কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ মকবুল হোসেন, এম.পি.

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আজন্ম লালিত স্বপ্ন ছিল একটি সুখী-সমৃদ্ধ, স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নয়নের মহাসড়কে দৃপ্তপদে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ। উন্নয়নের এ পথ পরিক্রমায় বর্তমান সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে এ বাংলাদেশকে একটি ডিজিটাল স্মার্ট দেশে পরিণত করতে বদ্ধ পরিকর। রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর স্বচ্ছ ও জনবান্ধব স্মাট ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

১৯৭৫ সনে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের প্রেক্ষিতে খতিয়ান প্রণয়নের জন্য ভূমি রেকর্ড ও কৃষি নামে যে দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়, কালের পরিক্রমায় তা নানা স্তর পার হয়ে স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে এটি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু পুরোনো এই প্রতিষ্ঠানটি আজ ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশ প্রথম বারের মতো সর্বাধুনিক চতুর্থ প্রজন্মের সার্ভে ড্রোনের মাধ্যমে বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে এর কার্যক্রম শুরু হয়েছে। স্যাটেলাইট ইমেজ, সার্ভে ড্রোন ও ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশনের মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে নির্ভুলভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে মৌজা ম্যাপের ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। পাশাপাশি বাংলাদেশ ডিজিটাল সার্ভে বিষয়ে আপত্তি এবং আপীল মামলার আবেদন গ্রহণ, শুনানি, নিষ্পত্তি ও রায়ের নকল প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রম অনলাইনে পরিচালনা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট এবং ০১টি দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশনের অধীন পরিচালিত রিভিশনাল সেটেলমেন্ট এর আওতায় ট্রাডিশনাল ও ডিজিটাল জরিপ কর্মসূচি চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ট্রাডিশনাল জরিপের মাধ্যমে ৩৮৯৩টি মৌজার সকল স্তরের কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ডিজিটাল জরিপের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ৩৮১টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট ব্যবহার করে ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে ২২০ টি মৌজার সকল স্তরের কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

টেকসই ও উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর স্বল্প সময়ে সেবা প্রত্যাশীদের কাছে তাদের সেবা পৌঁছে দিবে-এ আমার প্রত্যাশা।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন এ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ সংক্রান্ত কর্মকান্ড এবং অগ্রগতি সম্পর্কে ভূমি মালিক,গবেষণা, উন্নয়ন সহযোগী, অংশীজন তথা দেশবাসীকে সামগ্রিক ধারণা প্রদানে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

মোঃ খলিলুর রহমান

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সম্পাদিত কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যাবলী, চলমান জরিপ কার্যক্রমের সর্বশেষ অবস্থা, অর্জনসমূহ, মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ), অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা, বাজেট বরাদ্দ, অধিদপ্তর ও জোনসমূহের যাবতীয় তথ্যসহ কর্মচারীদের তথ্য সন্নিবেশিত করে প্রতিবেদনটি প্রকাশ হতে যাচ্ছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেটেলমেন্ট প্রেসে ৫.৩৭ লক্ষ খতিয়ান এন্ট্রি করা হয়েছে এবং ৬.৩৯ লক্ষ খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে। ২০১৭ সাল হতে মার্চ ২০২২ পর্যন্ত ১,২৭,৩৪,১২৩টি খতিয়ান এবং ৬৫,১৪০টি ম্যাপ সফট বিডি লিমিটেড-কে ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য সরবরাহ করা হয়েছে, যা সেটেলমেন্ট প্রেসের সার্ভারে সংরক্ষিত আছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট এবং ০১টি দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশনের অধীন পরিচালিত রিভিশনাল সেটেলমেন্ট এর আওতায় জরিপ কর্মসূচিভূক্ত মৌজার সংখ্যা ৪১,২৬৬টি। তন্মধ্যে ট্রাডিশনাল জরিপে ৪০,৪৭০ টি এবং ডিজিটাল জরিপে ৪৯৬ টি মৌজা কর্মসূচিভূক্ত ছিলো। ইতোমধ্যে ট্রাডিশনাল জরিপের মাধ্যমে ৩২,৭৪৯টি এবং ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে ৯৪ টি মৌজার সকল স্তরের কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে ট্রাডিশনাল জরিপের মাধ্যমে ৩৮৯৩টি সকল স্তরের কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৮২৮ টি মৌজায় ট্রাডিশনাল জরিপের কাজ চলমান রয়েছে। ডিজিটাল জরিপের ভিত্তি স্থাপনের জন্য ৩৮১টি জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট ব্যবহার করে ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে ২২০ টি মৌজার মৌজার সকল স্তরের কাজ শেষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮২ টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপের কাজ চলমান রয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি হিসেবে ২টি আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমানা রক্ষণাবেক্ষণ হিসেবে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ-ভারত এর মধ্যে ০১টি যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত যৌথ সীমানা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২১টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং বিভিন্ন ধরণের ৯৫৭টি আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ ও মেরামতের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১৬৪ জন বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) ক্যাডারভূক্ত (প্রশাসন ও পুলিশ) এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও এ সময়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মোট ৮৮৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বশৈলী, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ গত এক দশকে প্রতিটি আর্থ-সামাজিক সেক্টরে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। স্বাধীনতার মহানায়ক সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণে এবং 'রূপকল্প ২০৪১' অনুযায়ী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থপনা গড়ার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জরিপ সংক্রান্ত গৃহিত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ আরও কার্যকর ভূমিকা রাখবে এ আমার প্রত্যাশা।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২৩ প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ আব্দুল বারিক

পরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি মন্ত্রণালয়

সম্পাদকীয়

সরকার কর্তৃক ঘোষিত "রূপকল্প-২০৪১" অনুসরণে তথ্য প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনাকে ডিজিটাইজ করার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত, জনবান্ধব, টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী আধুনিক ভূমি জরিপ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল ভূমিনক্সা ও রেকর্ড ডাটাবেইজ তৈরি করা, স্বল্পতম সময়ে ভূমি মালিকদের অনুকূলে উন্নত নিরাপত্তা সম্বলিত ROR প্রদান, ম্যাপ ডিজিটাইজ ও ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারসহ মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্তন ও সমগ্র দেশের জন্য একটি দীর্ঘ মেয়াদি ও সমন্বিত ভূমি প্রশাসন উন্নয়ন (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে উন্নীত করার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ আলোকে তথ্য প্রকাশের অংশ হিসেবে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রতিবছর প্রকাশ করে আসছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের কার্যক্রম ও অর্জনসমূহের ওপর ভিত্তি করে অন্যান্য বছরের ন্যায় এ বছরও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের তিনটি উইং, সেটেলমেন্ট প্রেস এবং এ অধিদপ্তরের আওতাধীন ১৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট এবং ০১টি দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশনের সম্পাদিত কার্যক্রম একীভূত করে এ প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে। আশা করি ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এ প্রকাশনা অংশীজন, গবেষক এবং সংশ্লিষ্টগণ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর সম্পর্কে আশানুরূপ ধারণা পাবেন।

মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, মাননীয় এম. পি ও সভাপতি ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, সম্মানিত সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সম্মানিত মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয় বার্ষিক প্রতিবেদনের তাৎপর্য তুলে ধরে মূল্যবান বাণী প্রদান করায় আন্তরিক অভিনন্দন প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনটি প্রস্তুত ও প্রকাশে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং মূল্যবান পরামর্শ প্রদানের জন্য এ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনটি তথ্যবহুল ও ত্রুটিমুক্ত করতে প্রতিবেদন প্রস্তুত কমিটির সদস্যসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের আন্তরিক প্রয়াসের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি, বিভিন্ন উৎস হতে ছবি সংগ্রহ, প্রুফ দেখার কাজে আমার সহকর্মীগণ আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। তাদের প্রতিও রইলো অভিনন্দন। প্রতিবেদনে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহকালীন সতর্কতা অবলম্বন করা হলেও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকতে পারে। প্রতিবেদনে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিবিচ্যুতি থাকলে পাঠকদের পক্ষ থেকে গঠনমূলক মতামত বা পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করা হবে, যা পরবর্তী প্রকাশনায় আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে। পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো বিশেষ শুভেচ্ছা।

মোঃ ইসমাইল হোসেন

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১৭
১.১.	সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৭
১.২.	দপ্তরের ভিশন ও মিশন	১৭
১.৩.	কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	১৭
১.৪.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)	১৮
১.৫.	গণকর্মচারী সংখ্যা	১৯
১.৬.	২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ	১৯
১.৭.	২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন	২০
১.৮.	মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)	২২
১.৯.	বিসিএস ক্যাডার ও বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	২৪
১.১০.	শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)	২৫
১.১১.	অডিট আপত্তি	২৫
১.১২.	বাজেট	২৫
২	ভূমি জরিপ কার্যক্রম সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে সম্পন্নকরণে অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ারের ভূমিকা	২৬
৩	দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা	৩০
৪	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ মাঠ মৌসুমের সাফল্যচিত্র	৩৫
	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা কার্যালয়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে চলমান বিডিএস জরিপ কার্যক্রমের প্রকৃত অর্জন	৩৮
	দিনাজপুর জোনের জরিপের সাফল্যগাঁথা	৩৯
	দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশনের জরিপের সাফল্যগাঁথা (Success Story)	৪১
	সাম্প্রতিক (জুন ২০২১ হতে জুন ২০২৩) সময়ের দিয়ারার অগ্রগতি ও সাফল্যের চিত্র	৪২
৫	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ উপদেষ্টা পরিষদ	৪৩
৬	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-২০২৩ সম্পাদনা পর্ষদ	৪৪
৭	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের এ্যালবাম	৪৫

১

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

১.১. সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সাল হতে ভূমি রেকর্ড দপ্তর Department of Land Record নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই দপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং দপ্তরটির নামকরণ করা হয় ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে। ১৯৫৩ সালে বর্তমান অবস্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এর অফিস প্রধান ছিলেন একজন উপসচিব এবং ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একজন যুগ্ম-সচিব এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিবগণ এ অধিদপ্তরের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

১.২. দপ্তরের ভিশন ও মিশন

রূপকল্প (Vision)

বর্তমান সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প-২০৪১' অনুসরণে তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক করার মাধ্যমে ত্রুটিমুক্ত, জনবান্ধব, টেকসই এবং জনকল্যাণমুখী আধুনিক ভূমি জরিপ ও প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

অভিলক্ষ্য (Mission)

- দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ;
- তথ্য-প্রযুক্তির প্রসার ঘটিয়ে ডিজিটাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা;
- আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে ডিজিটাল ভূমি নকশা ও রেকর্ড ডাটাবেইজ তৈরি করা;
- স্বল্পতম সময়ে ভূমি মালিকদের অনুকূলে উন্নত নিরাপত্তা সম্বলিত ROR প্রদান;
- জরিপ, ম্যাপিং ও ভূমি উন্নয়ন করের উন্নয়ন সাধন;
- ম্যাপ ডিজিটাইজড এবং RORসহ ভূমি রেকর্ড কম্পিউটারাইজড করা;
- প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, মানব সম্পদ উন্নয়নমূলক ব্যবস্থাদি প্রবর্তন এবং
- সমগ্র দেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদি ও সমন্বিত ভূমি প্রশাসন উন্নয়ন (ওয়ান স্টপ সার্ভিস) কার্যক্রম প্রণয়ন করা।

১.৩ কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র

১.৩.১ দপ্তর/সংস্থার কার্যসম্পাদন ক্ষেত্র

১. কার্যকর ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থাপনা;
২. ভূমি জরিপ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি;
৩. স্বত্বলিপি সংক্রান্ত নাগরিকসেবা বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৩.২ সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র

১. সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

১.৩.৩ কার্যাবলি (Allocation of Business)

- একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সমগ্র দেশ অথবা কোন জেলা অথবা জেলার কোন অংশের স্বত্বলিপি এবং মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত/সংশোধন;
- প্রত্যেক ভূমি মালিকের Records of Right (ROR) বা স্বত্বলিপি/খতিয়ান প্রণয়ন এবং মুদ্রণ;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন;
- পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন;
- প্রতিটি উপজেলা, জেলা এবং সমগ্র দেশের ম্যাপ প্রস্তুত, মুদ্রণ, পুণঃমুদ্রণ এবং সংশোধন;
- আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ, সীমানা স্ট্রিপ ম্যাপ প্রস্তুত এবং মুদ্রণ;
- আন্তঃজেলা এবং আন্তঃউপজেলা সীমানা নির্ধারণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণকে কারিগরি সহায়তা প্রদান;
- জেলা/উপজেলা পুনর্গঠন সংক্রান্ত সরকারি প্রস্তাবে কারিগরি ও ভৌগলিক গ্রহণযোগ্যতার বিষয়ে নিরীক্ষাকরণ;
- আন্তর্জাতিক ও আন্তঃজেলা সীমানা চিহ্নিতকরণ, ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে এবং ভূমি সংস্কার কার্যক্রমে সরকারকে পরামর্শ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন;
- ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বিসিএস (প্রশাসন, পুলিশ, বন, রেলওয়ে) ও অন্যান্য ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তাসহ বিচার বিভাগের কর্মকর্তাগণের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ আয়োজন।
- আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
- আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন।

১.৪. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)

১৯৭৪ সাল পর্যন্ত উপসচিব পদমর্যাদার একজন পরিচালকের অধীন এ পরিদপ্তরের কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭৫ সালে যুগ্মসচিব পদমর্যাদার একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিদপ্তরটি অধিদপ্তরে রূপান্তরিত হয়। তখন থেকে মহাপরিচালকের অধীন উপসচিব পদমর্যাদার ২ জন পরিচালক- (১) পরিচালক (ভূমি রেকর্ড) ও (২) পরিচালক (জরিপ) দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৮৪ সালে প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটির (নিকার) রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে আরও ১টি পরিচালক (প্রশাসন) এর পদ সৃষ্টি হয় এবং মহাপরিচালক পদটি অতিরিক্ত সচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করে পরিচালকের ৩টি পদ যুগ্মসচিব পদমর্যাদায় উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

১৯৭৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত স্বাধীনতাউত্তর এদেশে ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, কুষ্টিয়া, পাবনা ও দিয়ারা সেটেলমেন্ট, ঢাকার অধীন অস্থায়ী সেট-আপের ভিত্তিতে আর.এস. জরিপ পরিচালিত হয়। ১৯৮৪ সালের নিকার এর প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে একজন উপসচিব পদমর্যাদার কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণে কুমিল্লা, নোয়াখালী, খুলনা, ফরিদপুর, বরিশাল, যশোর, সিলেট, রংপুর, বগুড়া ও টাঙ্গাইল এ ১০ টি স্থায়ী জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০৯টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

২০১১ সালে ঢাকা, ময়মনসিংহ ও পাবনা রিভিশনাল সেটেলমেন্ট বিলুপ্ত করে ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, ময়মনসিংহ, পাবনা, দিনাজপুর, পটুয়াখালী ও জামালপুর এ আরো ৯টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস এবং এর অধীন ২০০টি উপজেলায় স্থায়ী উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস স্থাপন করা হয়।

১.৫. গণকর্মচারী সংখ্যা

ক. অফিসভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	অফিসভিত্তিক					
	অধিদপ্তর	সেটেলমেন্ট প্রেস	দিয়ারা ও আঞ্চলিক সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	জোনাল অফিসসমূহ	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	মোট
মঞ্জুরিকৃত	৩৪০	৪৬৮	১০৬	৩৫৭	৬৩৭১	৭৬৪২
কর্মরত	১৯২	১৯৫	৪৪	১৩৮	১৫৩০	২০৯৯
শূন্য	১৪৮	২৭৩	৬২	২১৯	৪৮৪১	৫৫৪৩

খ. গ্রেডভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	গ্রেডভিত্তিক					
	২-৯ গ্রেড ক্যাডার পদ	২-৯ গ্রেড নন-ক্যাডার পদ	১০ গ্রেড	১৩-১৬ গ্রেড	১৭-২০ গ্রেড	মোট
মঞ্জুরিকৃত	৬৫	৪২৭	৬৮৪	৪৪৮২	১৯৮৪	৭৬৪২
কর্মরত	৪৪	৫৭	৩০১	১০১৯	৬৭৮	২০৯৯
শূন্য	২১	৩৭০	৩৮৩	৩৪৬৩	১৩০৬	৫৫৪৩

গ. পদোন্নতি

১.৬. ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহ

ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম গ্রহণ:

জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমেন্ট এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে প্রচলিত (ম্যানুয়াল পদ্ধতির) জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, জামালপুর, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালীসহ ১৫টি জোনে জরিপ কাজ চলমান আছে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের কেরাণীগঞ্জ, সাভার, পলাশ, সিঙ্গাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, কালিয়াকৈর, শ্রীপুর ও গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান রয়েছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান রয়েছে। ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে।

ডিজিটাল জরিপ পরিচালনা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার ইটবাড়ীয়া মৌজায় ড্রোনের মাধ্যমে ডিজিটাল জরিপের পরীক্ষামূলক কাজ চলমান আছে। উক্ত মৌজার কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হলে পরবর্তীতে DPP সংশোধন সাপেক্ষে পটুয়াখালী জোনের পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলার ১৪টি উপজেলার কম বেশী ৮৬২টি মৌজায় ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু করা হবে। তাছাড়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও গোপালগঞ্জ জেলার ৩২টি উপজেলায় পর্যায়ক্রমে ড্রোনের মাধ্যেম ডিজিটাল জরিপের কাজ করা হবে।

Economic Development Cooperation Fund (EDCF) দক্ষিণ কোরিয়ার কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Establishment of Digital Land Management System (EDLMS) প্রকল্পটি ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা ও ২টি গ্রামীণ উপজেলায় Plot to Plot জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য ৩৮৩.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের কাজ চলছে। গত ০৬ আগস্ট ২০২৩ খ্রি. তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় উক্ত প্রকল্পের কাজের শুভ উদ্বোধন করেন।

অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার এর ব্যবহার:

অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়্যার প্রস্তুতের কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে সফটওয়্যারে স্ট্যাটিক ম্যাপ (Static Map) সংযোগসহ খতিয়ান প্রণয়নের জন্য যে, যে বিষয়/মডিউল অন্তর্ভূক্ত করা যায়, তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডায়ানামিক ম্যাপ (Dynamic Map) সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সিস্টেমটি ১৯টি জোনে চলমান ডিজিটাল জরিপ কাজে সফলতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।

খতিয়ানসমূহ ওয়েবসাইটে আপলোড কার্যক্রম গ্রহণ

(ক) ২০২২-২৩ অর্থবছরের এপিএ এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেটেলমেন্ট প্রেসে ৫.৩৭ লক্ষ খতিয়ান এন্ট্রি করা হয়েছে এবং ৬.৩৯ লক্ষ খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে।

(খ) ২০১৭ সাল হতে মার্চ ২০২২ খ্রি. পর্যন্ত ১,২৭,৩৪,১২৩টি খতিয়ান এবং ৬৫,১৪০টি ম্যাপ সফট বিডি লিমিটেড-কে ওয়েব সাইটে আপলোড করার জন্য প্রদান করা হয়েছে। যা সেটেলমেন্ট প্রেসের সার্ভারে সংরক্ষিত আছে।

১.৭. ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩
[১.১] মৌজা জরিপকরণ	[১.১.১] ডিজিটাল জরিপের জন্য জিওডেটিক পিলার স্থাপন	সংখ্যা	৩০০	৩০০
	[১.১.২] ডিজিটাল পদ্ধতিতে মৌজা জরিপকৃত	মৌজা সংখ্যা	৭০	৭০
	[১.১.৩] স্বত্বলিপি (খতিয়ান) প্রস্তুতকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	৩.০০
	[১.১.৪] ডিজিটাল পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত মৌজা ম্যাপ	মৌজা সংখ্যা	৭০	৭৫
	[১.১.৫] প্রচলিত পদ্ধতিতে চূড়ান্ত প্রস্তুতকৃত (কালিকরণ) মৌজা ম্যাপ	মৌজা সংখ্যা	১০০	১০০
[১.২] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও মুদ্রণ	[১.২.১] খতিয়ান কম্পিউটারে এন্ট্রিকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	৩.০০	৫.৩৭
	[১.২.২] খতিয়ান মুদ্রিত	সংখ্যা (লক্ষ)	২.০০	৬.৩৯
	[১.২.৩] ম্যাপ মুদ্রিত	সংখ্যা (লক্ষ)	১.২০	১.৩৫
[১.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[১.৩.১] স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশিত	মৌজা সংখ্যা	৭০০	১৯৬
	[১.৩.২] স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত	মৌজা সংখ্যা	১৫০	২৭৯
	[১.৩.৩] সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট স্বত্বলিপি হস্তান্তরিত	মৌজা সংখ্যা	১৫০	৩৩৫
[১.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ	১.৪.১ অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকৃত	সংখ্যা (হাজার)	২	২

কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন ২০২২-২৩
[১.৫] আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	১.৫.১ যৌথ সীমান্ত পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	১৩	১৩
	১.৫.২ যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১
	১.৫.৩ সীমানা পিলার মেরামতকৃত	সংখ্যা	৫০০	৯৪৪
[২.১] ভূমি ব্যবস্থাপনা জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[২.১] কর্মকর্তা এবং কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদত্ত	সংখ্যা	৬২০	৮৪৪
[২.২] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[২.২] কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদত্ত	সংখ্যা	১৬৪	১৬৪
[২.৩] পবিবীক্ষণ ও তদারকি	[২.৩.১] অফিস পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	১৮	২৪
	[২.৩.২] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	৭০	১০০%
[৩.১] মৌজা ম্যাপ স্ক্যানকরণ এবং ফ্রন্টডেস্কের মাধ্যমে সরবরাহ	[৩.১.১] স্ক্যানকৃত মৌজা ম্যাপ ফ্রন্টডেস্ক ও ডাক বিভাগের মাধ্যমে সরবরাহ/বিক্রয়	সংখ্যা (হাজার)	৭	১৫.৭৮
	[৩.১.২] মৌজা ম্যাপ স্ক্যানকৃত	সিট সংখ্যা (হাজার)	২৮৮	১০৩৭

১.৮. মানব সম্পদ উন্নয়ন (প্রশিক্ষণ)

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে মোট ২৬টি কোর্স পরিচালিত হয় এবং মোট ৮৯৮ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রম	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
১	সরকারি কর্মচারীদের আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক কোর্সে (১ম ব্যাচ)	৩০ জন	১৭/০৭/২০২২ হতে ২১/০৭/২০২২ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২	সরকারি কর্মচারীদের আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক কোর্স	৩০ জন	২৪/০৭/২০২২ হতে ২৮/০৭/২০২২ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৩	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (৮ম ব্যাচ)	২৫ জন	১৮/০৭/২০২২ হতে ০৮/০৮/২০২২ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৪	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (৯ম ব্যাচ)	২৫ জন	১৮/০৭/২০২২ হতে ০৮/০৮/২০২২ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৫	অনলাইন ল্যান্ড সার্ভে অটোমেশন সফটওয়্যার পরিচালনা বিষয়ক রিফ্রেসার্স কোর্স	১৯ জন	১৪/০৯/২০২২ হতে ১৫/০৯/২০২২ পর্যন্ত ০২ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৬	গণখাতে ক্রয়, বাজেট ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি, পদ সৃজন পদমঞ্জুরি, নিয়োগ বিধি, টি এন্ডওই বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সে (মিশ্র পদ্ধতিতে)	৫২ জন	২৬/০৯/২০২২ হতে ১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৭	পদোন্নতি প্রাপ্ত কানুনগো/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক কোর্স (১০ম ব্যাচ)	৩৭ জন	১৮/০৯/২০২২ হতে ১৩/১০/২০২২ পর্যন্ত ১৮ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত

ক্রম	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
৮	বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত (মিশ্র পদ্ধতিতে) প্রশিক্ষণ কোর্স	৭৫ জন	১১/১০/২০২২ হতে ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
৯	প্লটার ও স্ক্যানার মেশিন অপারেটিং বিষয়ক কোর্স	২১ জন	১৯/১০/২০২২ হতে ২০/১০/২০২২ পর্যন্ত ০২ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১০	অনলাইন ল্যান্ড সার্ভে অটোমেশন সফটওয়্যার পরিচালনা বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স	১৯ জন	৩০/১০/২০২২ হতে ৩১/১০/২০২২ পর্যন্ত ০২ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১১	জরিপ কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়ক সেমিনার	৪০ জন	১৫/১১/২০২২ খ্রি দিনব্যাপী	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১২	অফিস নিরাপত্তা বিষয়ক কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৫ জন	২০/১১/২০২২ খ্রি. ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৩	অফিস নিরাপত্তা বিষয়ক কোর্স (২য় ব্যাচ)	২৫ জন	২১/১১/২০২২ খ্রি. ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৪	ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিনের সাহায্যে	২৪ জন	১২/১২/২০২২ হতে ১৮/১২/২০২২ পর্যন্ত	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৫	প্রচলিত ম্যানুয়াল ও ডিজিটাল জরিপের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধান বিষয়ক কর্মশালা	৮৫ জন	২২/১২/২০২২ খ্রি. ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৬	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কোর্স (১ম ব্যাচ)	৩৫ জন	১৩/১২/২০২২ খ্রি. ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৭	শুদ্ধাচার সংক্রান্ত কোর্স (২য় ব্যাচ)	৩৫ জন	১৪/১২/২০২২ খ্রি. ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৮	অনলাইন ল্যান্ড সার্ভে অটোমেশন সফটওয়্যার বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স	৩০ জন	০৮/০১/২০২৩ হতে ০৯/০১/২০২৩ পর্যন্ত ০২ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
১৯	আর্ক জিআইএস বিষয়ক কোর্স (৪র্থ ব্যাচ)	৩০ জন	১৫/০১/২০২৩ হতে ২২/০১/২০২৩ পর্যন্ত ০৭ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২০	আর্ক জিআইএস বিষয়ক কোর্স (৫ম ব্যাচ)	৩০ জন	২৯/০১/২০২৩ হতে ০৬/০২/২০২৩ পর্যন্ত ০৭ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২১	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কোর্স (১ম ব্যাচ)	৩৫ জন	০৮/০২/২০২৩ খ্রি. ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত

ক্রম	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণের সময়কাল	প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের নাম	মন্তব্য
২২	তথ্য অধিকার সংক্রান্ত কোর্স (২য় ব্যাচ)	৩৫ জন	০৯/০২/২০২৩ খ্রি. ০১ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৩	পদোন্নতি প্রাপ্ত যাঁচ মোহরারগণের ভূমি জরিপ ও অফিস, ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কোর্স	২৯ জন	২৮/০২/২০২৩ হতে ১২/০৩/২০২৩ পর্যন্ত ১০ কর্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৪	কানুনগো/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স	৪০ জন	১৪/০৩/২০২৩ হতে ১৯/০৩/২০২৩ পর্যন্ত ১০ কর্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৫	ওয়েব পোর্টাল বিষয়ক কোর্স	৩৫ জন	১৬/০৫/২০২৩ হতে ১৭/০৫/২০২৩ পর্যন্ত ০২ কর্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত
২৬	কানুনগো/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারগণের প্রশাসনিক, আর্থিক ও জরিপ বিষয়ক রিফ্রেশার্স কোর্স	৩২ জন	২৮/০৫/২০২৩ হতে ০১/০৬/২০২৩ পর্যন্ত ০৫ কার্যদিবস	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	সমাপ্ত

১.৯ বিসিএস ক্যাডার ও বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক বিসিএস ক্যাডারভুক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) এবং বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট বিষয়ক ৩টি কোর্স পরিচালিত হয়।

ক্যাডারের নাম	১৩১তম ব্যাচ	১৩২তম ব্যাচ	১৩৩তম ব্যাচ	অর্জন
বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডার	০৮	০৯	২৬	১৬৪
বিসিএস (পুলিশ) ক্যাডার	১৭	১০	১৯	
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস	২৭	২৫	২৫	
সর্বমোট	৫০	৪৪	৭০	

১.১০ শৃঙ্খলা/বিভাগীয় মামলা (মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থার সম্মিলিত সংখ্যা)

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২২-২০২৩) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পূঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০২১-২০২২) নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
	চাকরিচ্যুতি/বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট নিষ্পত্তি	
১	২	৩	৪	৫ (২+৩+৪)	৬ (১-৫)
৭৩	০১	০৪	০৯	১৪	৫৯

১.১১ অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নম্বর	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	মোট অডিট আপত্তি		ব্রডশিট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১০১	৮২.৫৩	১০১	৫৬	৬৬.৩৬	৪৫	১৬.১৬
২	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	১৫৮	০.৪২৮	১৫৮	১০১	০.০৭৯	৫৭	০.৩৪৯
	সর্বমোট	২৫৯	৮২.৫৮	২৫৯	১৫৭	৬৬.৩৯	১০২	১৬.২০

১.১২ বাজেট

সম্পূরক মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবি (পরিচালন ও উন্নয়ন)

২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেটে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অনুকূলে পরিচালন খাতে বরাদ্দ ছিল ২০৯.৯১ লক্ষ টাকা এবং উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ ছিল ১৭১.৩৩ লক্ষ টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলাসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নম্বর	দপ্তরের নাম	২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বরাদ্দকৃত বাজেট (লক্ষ টাকায়)
১	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর কার্যক্রম	২০৯.৯১
২	উন্নয়ন কার্যক্রম	১৭১.৩৩
সর্বমোট কার্যক্রম		৩৮১.২৪

২

ভূমি জরিপ কার্যক্রম সর্বনিম্ন সময়ের মধ্যে সম্পন্নকরণে অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ারের ভূমিকা

১। ভূমিকা:

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অধীন পরিচালিত ভূমি জরিপে কম্পিউটার সফটওয়ারের প্রয়োগ করার তথা ভূমি জরিপ পদ্ধতি অটোমেশন করার লক্ষ্যে ভূমি জরিপের সকল স্তরের (ম্যাপ প্রণয়ন, খানাপুরি স্তর, বুঝারত স্তর, তসদিক স্তর, খসড়া প্রকাশনা স্তর, আপত্তি স্তর, আপীল স্তর, যাঁচ স্তর, ফেয়ার কপিকরণ স্তর, মুদ্রণ স্তর, চূড়ান্ত প্রকাশনা স্তর, হস্তান্তর স্তর) কাজ ডিজিটাল প্রযুক্তি নির্ভর কম্পিউটার সফটওয়ার ভিত্তিক ডাটাবেজের মাধ্যমে পরিচালনা করার নিমিত্ত অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে।

২। অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার নির্মাণের উদ্দেশ্যসমূহ:

(১) ভূমি মালিকদের মাঠ স্তর হতেই নির্ভুল ভূমি মালিকানা খতিয়ান সরবরাহ করা;

(২) টেম্পারিং চিরতরে দূরীকরণ;

(৩) অটোমেটিক ভুলত্রুটি সনাক্তকরণ এবং মিসটেক পাশের মাধ্যমে অফিসার কর্তৃক সর্বনিম্ন সময়ে যাঁচ সম্পন্নকরণ;

(৪) অটোমেটিক খসড়া প্রকাশনা স্তর, আপত্তি স্তর, আপীল স্তর, যাঁচ স্তর, ফেয়ার কপিকরণ স্তর, মুদ্রণ স্তর, হস্তান্তর স্তরের জন্য অযথা ৩-৩৫ বছরের সময়ক্ষেপণ কমানো;

(৫) জনবল সাশ্রয়করণ যেখানে ৩য় শ্রেণির কোন কর্মচারীর প্রয়োজন হয়না শুধুমাত্র রেকর্ড সংরক্ষণ ব্যতীত;

(৬) ডাইনামিক ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সকল খতিয়ান জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণ;

(৭) জাতীয় পরিচয়পত্র ডাটাবেজের সাথে ভূমি মালিকদের তথ্যাদি ইন্টিগ্রেশন সম্পন্নকরণ;

(৮) খতিয়ান ভলিউম হার্ডকপিতে হস্তান্তরের পাশাপাশি ইন্টিগ্রেটেড প্লাটফরমের অধীন সফটকপি হস্তান্তরকরণ।

৩। বাস্তবায়নের সময়কাল:

২০১৯ সালে সফটওয়ারটি প্রস্তুতক্রমে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, প্লটার, সার্ভার ক্রয়ক্রমে এবং ঢাকা জোনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে ঢাকা জোনে চলমান ভূমি জরিপে অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ারটি ব্যবহার শুরু করা হয়। ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক (ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর) মহোদয়গণ কর্তৃক সফটওয়ারটির কার্যক্রম বিষয়ে উপস্থাপনা দেখেছেন এবং সফটওয়ারটি ব্যবহারের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করেন। বর্তমানে দেশের সবকটি জোনে সফটওয়ারটির মাধ্যমে জরিপের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

৪। প্রেক্ষাপট ও বিস্তারিত কার্যক্রম:

ট্র্যাডিশনাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় আমিনগণ ভূমি মালিকদের নিকট হাতে লিখা খতিয়ান প্রদান করতেন যা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল। স্তরভিত্তিক ট্র্যাডিশনাল যে পদ্ধতিতে খতিয়ানগুলি প্রস্তুত হয়ে হস্তান্তরিত হতো তা নিম্নরূপ:

(ক) ট্রাভার্স ও ম্যাপ প্রণয়ন স্তর: এ স্তরে থিওডোলাইট, খাকা, ত্রিপায়া টেবিল ও গান্টার চেইন ব্যবহারের মাধ্যমে ম্যাপ প্রস্তুত হতো যেখানে প্রতিটি ট্র্যাডিশনাল ম্যাপে অনেকগুলি মোরব্বা (চতুর্ভুজ) কাটার মাধ্যমে ছোট ছোট ভাগ করে ম্যাপ অংকিত হতো এবং যেকোনো ভুল ঐ মোরব্বা (চতুর্ভুজ) এর মধ্যেই বিভাজন করে দেওয়া হতো ফলে ট্র্যাডিশনাল ম্যাপে

কিছুটা ভুল রয়েই গিয়েছে। যথাযথভাবে ম্যানুয়ালি মৌজা মিলকরণ সম্ভব না হওয়ায় ২টি মৌজার মাঝে গ্যাপ ও ওভারল্যাপের ও সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে জিএনএসএস, ইলেকট্রনিক টোটাল স্টেশন ও ড্রোনের সহায়তায় ডিজিটাল ম্যাপ প্রণয়ন করা হচ্ছে ফলে ম্যাপগুলো নিখুঁত হচ্ছে এমনকি ২টি মৌজার মাঝে গ্যাপ ও ওভারল্যাপের সৃষ্টি হচ্ছে না।

(খ) খানাপুরী-বুঝারত স্তর: এ স্তরে আমিনগণ ভূমি মালিকদের নিকট হাতে লিখা খতিয়ান প্রদান করতেন যা অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য ছিল। এমনকি মালিকদের নামের বানান ভুল, খতিয়ানের ২ নং কলামে মালিকদের অংশের যোগফল ষোলআনা না হওয়া, একই প্লটের মোট জমির পরিমাণ ও জমির শ্রেণি ঐ প্লটের শেয়ারড ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ানে লিখার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ও পরিমাণ লিখা জনিত ত্রুটি, মালিকদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ী যোগফল ষোল আনা না হওয়া, এমনকি একই প্লটের মোট জমির পরিমাণ শেয়ারড ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ানে লিখার ক্ষেত্রে যোগফল মোট জমির পরিমাণের চেয়ে কম বা বেশী হয়ে যাওয়া যা গাণিতিক ভুল, ক্লারিকাল ভুল হিসেবে পরিচিত, এছাড়া একই জমি প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও দোকর রেকর্ড সৃষ্টি করা হতো। উল্লিখিত ভুলগুলো মনোযোগ দিয়ে কাজ না করাই এমনকি হিউম্যানলি ইম্পসিবল হওয়ার কারণে জরিপের কোন স্তরেই ধরা পড়ত না। এমনকি টেম্পারিং ছিল অন্যতম অনিয়ম। ফলে ভুল খতিয়ান হস্তান্তর হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ভূমি মালিকদের বিড়ম্বনার শেষ থাকত না এবং বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা পদে পদে হয়রানির স্বীকার হতে হতো। অনেকক্ষেত্রে সামান্য মুদ্রণ ত্রুটির কারণে ভূমি মালিকদেরকে সিভিল কোর্ট/ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হয় এবং বছরের পর বছর মামলা শুনানিতে সময় ক্ষেপণ, অর্থ খরচ, হয়রানির স্বীকার হতে হয়। সিভিল কোর্ট/ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যা নিরসন করার উদ্দেশ্যেই অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুতির মাধ্যমে সঠিকভাবে ভূমি জরিপ সম্পন্নকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ স্তরে ভূমি মালিকদের মাঠ স্তর হতেই নির্ভুল ভূমি মালিকানা খতিয়ান সরবরাহ করা যাচ্ছে। এছাড়া খতিয়ানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সফটওয়ারটি অটোমেটিক্যালি গাণিতিক ভুল, ক্লারিকাল ভুল, দোকর রেকর্ড সৃষ্টির বিষয়টি ধরিয়ে দেয় যা তাৎক্ষণিক সমাধান করা সম্ভব হয় এবং উল্লেখ্য যে ট্র্যাডিশনাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় চিরাচরিতভাবে টেম্পারিং করার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল তা চিরতরে দূরিকরণ করা সম্ভব হয়েছে।

(গ) খসড়া প্রকাশনা স্তর: এ স্তরে খানাপুরী-বুঝারত স্তরে সৃজিত সকল খতিয়ান মালিকদের নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো হয়। ট্রাডিশনালি এ স্তরে আদর্শলিপি নিয়ে ফ্যান বন্ধ করে এ কাজটি করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ ছিল এবং এ স্তরে হাতে লিখে খতিয়ানের সূচী, দাগের সূচি, হাল-সাবেক প্রণয়ন করতে প্রায় ৫/৬ মাস লেগে যেত। বর্তমানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সফটওয়ারটির মাধ্যমে অটোমেটিক্যালি খতিয়ানের সূচি, দাগের সূচি, হাল-সাবেক তৈরি হয় এবং এক ক্লিকে খতিয়ান মালিকদের নামের আদ্যাক্ষর অনুসারে সাজানো সম্ভব হয়। ফলে এ স্তরে কাজের সাথে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কষ্ট কমে গিয়েছে এবং ব্যাপক সময় সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে।

(ঘ) আপত্তি স্তর: এ স্তরে খসড়া প্রকাশনা দেয়া খতিয়ানের উপর ভূমি মালিকদের দাখিলকৃত আপত্তি মামলাগুলি শুনানি করা হয় এবং সে সময় মৌজার মূল ওয়ার্কিং ভলিউম সরবরাহ করা হয় ফলে অনাকাঙ্খিত টেম্পারিং হয়ে থাকে যা বর্তমানে অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার এর মাধ্যমে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা আপত্তি শুনানির অফিসারকে যে যে খতিয়ানে আপত্তি মামলা জড়িত ঠিক সেই সেই খতিয়ানগুলিকে সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা হয় ফলে আপত্তি না পড়া খতিয়ানগুলোতে কোন প্রকার টেম্পারিং করার সুযোগ থাকে না। কাজেই ট্র্যাডিশনাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় চিরাচরিতভাবে টেম্পারিং করার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল তা চিরতরে দূরকরণ করা সম্ভব হয়েছে।

(ঙ) আপিল স্তর: এ স্তরে আপত্তি মামলায় প্রদত্ত রায়ের অসম্মতিতে আপত্তি মামলার পক্ষগণের পক্ষ হতে আপিল দায়ের হয় এবং মামলাগুলি যথাবিধি শুনানি করা হয়। কিন্ত সে সময় মৌজার মূল ওয়ার্কিং ভলিউম ও সরবরাহ করা হয় বিধায় অনাকাঙ্খিত টেম্পারিং হয়ে থাকে যা বর্তমানে অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার এর মাধ্যমে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের দ্বারা আপিল শুনানির অফিসারকে যে যে খতিয়ানে আপিল মামলা জড়িত ঠিক সেই সেই খতিয়ানগুলোকে সংশোধনের অনুমতি প্রদান করা হয় ফলে আপিল না পড়া খতিয়ানগুলিতে কোন প্রকার টেম্পারিং করার সুযোগ থাকে না। কাজেই ট্র্যাডিশনাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় চিরাচরিতভাবে টেম্পারিং করার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল তা চিরতরে দূরিকরণ করা সম্ভব হয়েছে।

(চ) চূড়ান্ত প্রকাশনা স্তর: এ স্তরে প্রয়োজনীয় যাঁচ শেষে ওয়ার্কিং ভলিউম দেখে ফেয়ার কপি করা হত যা সেটেলমেন্ট প্রেসের মাধ্যমে সফটওয়ারে ডাটা এন্ট্রি করার মাধ্যমে প্রিন্ট নেয়া হয় এবং ভূমি মালিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়। এ স্তরে যথাযথ যাঁচ না হওয়ায় তথা মালিকদের নামের বানান ভুল, খতিয়ানের ২ নং কলামে মালিকদের অংশের যোগফল ষোলআনা না হওয়া, একই প্লটের মোট জমির পরিমাণ ও জমির শ্রেণি ঐ প্লটের শেয়ারড ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ানে লিখার ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণি ও পরিমাণ লিখা জনিত ত্রুটি, মালিকদের প্রাপ্য অংশ অনুযায়ি যোগফল ষোল আনা না হওয়া, এমনকি একই প্লটের মোট জমির পরিমাণ শেয়ারড ভিন্ন ভিন্ন খতিয়ানে লিখার ক্ষেত্রে যোগফল মোট জমির পরিমাণের চেয়ে কম বা বেশী হয়ে যাওয়া যা গাণিতিক ভুল, ক্লারিকাল ভুল হিসেবে পরিচিত, ওছাড়া একই জমি প্রাপ্যতা না থাকা সত্ত্বেও দোকর রেকর্ড প্রস্তুত হতো। উলিখিত ভুলগুলো মনোযোগ দিয়ে কাজ না করাই এমনকি হিউম্যানলি ইম্পসিবল হওয়ার কারণে জরিপের কোন স্তরেই ধরা পড়ত না। এমনকি যিনি ১টি মৌজা ৬ মাসে যাঁচ করতে পারতেন তাকে ৪/৫টি মৌজা যাঁচ করতে বলা হত ফলে মৌজার যাঁচ হতনা এবং এ স্তরেই মৌজা ১৫ বছর থেকে ২০ বছর পড়ে থাকত। এমনকি খতিয়ানের টেম্পারিং বিষয়টি ছিল অন্যতম ওপেন সিক্রেট অনিয়ম। ফলে ভুল খতিয়ান হস্তান্তর হয়ে যাওয়ার কারণে অনেক ক্ষেত্রে ভূমি মালিকদের বিড়ম্বনার শেষ থাকত না এবং বিভিন্ন বিভাগের দ্বারা পদে পদে হয়রানির স্বীকার হতে হতো। অনেকক্ষেত্রে সামান্য মুদ্রণ ত্রুটির কারণে ভূমি মালিকদেরকে সিভিল কোর্ট/ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করতে হয় এবং বছরের পর বছর মামলা শুনানিতে সময় ক্ষেপণ, অর্থ খরচ, হয়রানির স্বীকার হতে হয়। সিভিল কোর্ট/ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। এ সমস্যা নিরসন করার উদ্দেশ্যেই অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুতির মাধ্যমে সঠিকভাবে ভূমি জরিপ সম্পন্নকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ স্তরে ভূমি মালিকদের যাঁচ জনিত নির্ভুল ভূমি মালিকানা খতিয়ান সরবরাহ করা যাচ্ছে। এছাড়া খতিয়ানে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সফটওয়ারটি অটোমেটিক্যালি গাণিতিক ভুল, ক্লারিকাল ভুল, দোকর রেকর্ড সৃষ্টির বিষয়টি ধরিয়ে দেয় যা তাৎক্ষণিক সমাধান করা সম্ভব হয় এবং উলেখ্য যে ট্র্যাডিশনাল ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনায় চিরাচরিতভাবে টেম্পারিং করার যে সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল তা চিরতরে দূরিকরণ করা সম্ভব হয়েছে।

৫। সফটওয়ারটি ব্যবহারের ফলে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে:

যেহেতু মৌজার আপিল স্তর শেষ হওয়ার ৫/৭ দিনের মধ্যেই মৌজার রেকর্ড চূড়ান্ত প্রকাশনা করা সম্ভব হচ্ছে সেহেতু জরিপে অযথা সময় ক্ষেপণ হচ্ছে না যার ফলে প্রায় ৩-৩০ বছরের সময় বেঁচে যাচ্ছে। প্রতিটি ব্যক্তি/ ভূমি মালিক মাঠস্তর হতেই হাতে লেখা খতিয়ানের পরিবর্তে প্রিন্টেড (মুদ্রিত) খতিয়ান পাচ্ছেন এবং ঘরে বসেই তার ভূমি মালিকানার খতিয়ানটি অনলাইনের মাধ্যমে দেখতে পাচ্ছেন এবং নিশ্চিত হচ্ছেন যে তার মালিকানা খতিয়ানটি টেম্পারিং হয়নি এমনকি আপত্তি মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে রেকর্ড খুঁজতে গিয়ে যে বিড়ম্বনা এবং কোন কোন খতিয়ানের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে হবে তা খুঁজতে গিয়ে পূর্বে যে বিড়ম্বনার সম্মুখীন হতেন তা লাঘব করা গেছে। বর্তমানে এ সফটওয়ারটি ব্যবহারের মাধ্যমে দিনাজপুর জোনের প্রায় ৭০০টি মৌজার রেকর্ড ৩ বছরের মধ্যে হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছে। সফটওয়ারটি ব্যবহার না করা হলে আগামি ১০ বছরেও তা সম্ভব হতো না। অন্যান্য জোনের বহু মৌজা হস্তান্তর করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া নতুন জরিপের ক্ষেত্রে ট্রাডিশনালি যেখানে মৌজা হস্তান্তর করতে ২০/২৫ বছর লাগত; সেখানে এ সফটওয়ারটি ব্যবহারের মাধ্যমে ২/৩ বছরের মধ্যেই হস্তান্তর করা সম্ভব হচ্ছে। অন্যান্য সকল জোনে এ সফটওয়ারটি ব্যবহারের মাধ্যমে আশা করা যাচ্ছে যে আগামি ১ বছরের মধ্যেই ট্র্যাডিশনাল জরিপের পেন্ডিং প্রায় ৩৭০০ মৌজার রেকর্ড হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

৬। অংশীজন ও উদ্যোগের সঙ্গে তাদের সম্পৃক্ততা:

জনগণের মধ্যে মাঠ স্তর হতে প্রিন্টেড খতিয়ান প্রদানের ফলে জনগণের মাঝে ব্যাপক সাড়া পড়েছে। এছাড়া ভূমি মালিকানার সকল তথ্য ওয়েবসাইটে উন্মুক্ত থাকার ফলে ভূমি মালিকগণ ঘরে বসেই যাঁচাই করে নিতে পারছেন। তথ্যের জন্য অযথা অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দ্বারে-দ্বারে ঘুরা ও হয়রাণি হতে হচ্ছে না। ফলে জনগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অন্যদিকে সফটওয়ারটির মাধ্যমে খতিয়ান সৃজনকালে বায়প্রোডাক্ত হিসেবে অটোমেটিক্যালি দাগের সূচি, খতিয়ানের সূচি, হাল-সাবেক, ছুট খতিয়ান, বাটা খতিয়ানের তালিকা, ছুট দাগ, বাটা দাগের তালিকা তৈরি হচ্ছে। এছাড়া অটোমেটিক্যালি যাঁচ প্রতিবেদন প্রস্তুত হচ্ছে বিধায় বিভিন্ন স্তরে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের উল্লিখিত

রিপোর্টগুলো হাতে লিখে প্রস্তুত করা লাগছে না। যা প্রচুর সময় সাপেক্ষ ও প্রচুর পরিশ্রমের কাজ ছিল যা হতে কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ রেহাই পাচ্ছেন। যাঁচ কাজে এবং ফেয়ার কপিকরণ কাজে অযথা প্রচুর সময় ব্যয় করা লাগছেনা এবং সর্বোপরি টেম্পারিং মুক্ত খতিয়ান সৃজিত হচ্ছে বিধায় কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের ব্যাপক সম্পৃক্ততা লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং তারা ব্যাপক কষ্ট করা হতে পরিত্রাণ পাচ্ছেন। আপীল স্তর শেষ হওয়ার ৫/৭ দিনের মধ্যে মৌজার রেকর্ড চূড়ান্ত প্রকাশনা করা সম্ভব হচ্ছে।

৭। সফটওয়ারটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পদক্ষেপ:

সফটওয়ারটি বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ হল সাইবার হ্যাকিং/ হামলা প্রতিরোধ, বিভিন্ন জোনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার ক্রয় বাবদ অর্থের সংস্থানকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ট্রেনিং প্রদানের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, সফটওয়ারের মেইটেন্যান্স, রিসার্চ, আপগ্রেডেশন, খতিয়ান ও ডিজিটাল ম্যাপের মধ্যে আন্তঃসমন্বয়করণ, টেকনোলজি ট্রান্সফার, নিরাপত্তা ত্রুটি পরীক্ষা ও নিরসন, সফটওয়ার টেস্টিং, ডিজাস্টার মোকাবিলা, নিজস্ব সফটওয়ার প্রোগ্রামার, জিআইএস বিশেষজ্ঞ ও ডাটাবেজ এ্যাডমিনিস্ট্রেটর নিয়োগের মাধ্যমে নিজ দপ্তরের সক্ষমতা উন্নয়ন প্রভৃতি। উল্লিখিত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলায় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন: মন্ত্রণালয়ে পত্র যোগাযোগ, বিসিসিতে পত্র যোগাযোগ, জাতীয় ডাটা সেন্টারের সাথে পত্র যোগাযোগ প্রভৃতি।

৮। সফটওয়ারটি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট:

http://www.settlement.gov.bd

৯। লেখকের ভূমিকা/ সম্পৃক্ততা:

লেখকের ভূমি রেকর্ড ও জরিপ বিভাগে পদায়নের পর প্রথমে এ অধিদপ্তরের ডোমেইন সম্পর্কে নিশ্চিত হন। পরবর্তীতে সেটেলমেন্ট প্রেসে অফলাইন খতিয়ান ডাটাবেজ সফটওয়ারে থাকা সকল খতিয়ান তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্তকরণে অধিদপ্তরকে সহায়তা করেন। বর্তমানে www.land.gov.bd ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে সকল খতিয়ান তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে এবং তারই ধারাবাহিকতায় ইতোমধ্যে সবকটি জোনের ম্যাপ উন্মুক্তকরণ করা হয়েছে এবং সারাদেশের উন্মুক্ত হয়নি এমন ম্যাপগুলি উন্মুক্তকরণ কাজ প্রক্রিয়াধীন। অপরদিকে নিম্নস্বাক্ষরকারী এ অধিদপ্তরের ডোমেইন সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত ভূমি জরিপে কম্পিউটার সফটওয়ারের প্রয়োগ করার তথা ভূমি জরিপ পদ্ধতি অটোমেশন করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। কাজটি সম্পন্ন করার জন্য সফটওয়ারের আর্কিটেকচার প্রণয়ন করেন এবং সফটওয়ার স্পেসিফিকেশন প্রস্তুতক্রমে বাজেট চাহিদা, বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সফটওয়ারটিতে ভূমি জরিপের সকল স্তরের (ম্যাপ প্রণয়ন, খানাপুরি স্তর, বুঝারত স্তর, তসদিক স্তর, খসড়া প্রকাশনা স্তর, আপত্তি স্তর, আপীল স্তর, যাঁচ স্তর, ফেয়ার কপিকরণ স্তর, মুদ্রণ স্তর, চূড়ান্ত প্রকাশনা স্তর, হস্তান্তর স্তর) কাজ কম্পিউটার সফটওয়ার ভিত্তিক ডাটাবেজের মাধ্যমে পরিচালনা করার নিমিত্ত অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুত করা হয়েছে। সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সফটওয়ারটি ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার ক্রয় সম্পন্ন করেন এবং সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ট্রেনিং প্রদান করেন। সফটওয়ারটি প্রস্তুত ও ব্যবহারের কারণে ভূমি জরিপ কাজে আধুনিকতা আনয়ন, ট্রাডিশনাল সিস্টেমের সকল সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত নিরলস পরিশ্রম করার মাধ্যমে এ সিস্টেমটি সফলতার মুখ দেখেছে।

মোঃ মোমিনুর রশীদ, পরিচালক (ভূমি রেকর্ড), ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

৩

দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা

০১। দিয়ারা জরিপ :

নদী মার্তৃক বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় প্রতি বছর ভাঙ্গনের ফলে বিপুল পরিমাণ ভূমি নদী বা সমুদ্র গর্ভে বিলীন বা ভূমি সিকস্তি (Diluvion) হয়, আবার নতুন চর জেগে উঠে বা ভূমি পয়স্তি (Alluvion) হয়। এভাবে সিকস্তি পয়স্তির মাধ্যমে ভৌগলিক এবং স্বত্বের পরিবর্তন হয়ে জেগে উঠা নতুন চরাঞ্চলের জরিপের মাধ্যমে নতুন নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ারা। দিয়ারা অপারেশন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের একটি প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি ১৯৬৩ সাল থেকে দেশের নদী পয়স্তি ও উপকূলীয় জেলায় জেগে উঠা চর/দ্বীপ জরিপ করে আসছে। সমুদ্রের অপর নাম দরিয়া। আর এ দরিয়া শব্দ থেকে দিয়ারা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে জানা যায়। অনেকে দিয়ারার মাধ্যমে সম্পন্নকৃত জরিপকে দিয়ারা জরিপ হিসেবে অভিহিত করে থাকে। জোনাল সেটেলমেন্ট বা রিভিশনাল সেটেলেমন্টে এর মতই দিয়ারার মাধ্যমে সম্পাদিত জরিপেরে নাম "সি এস. (Cadastral Survey), এস. এ (State Acquision), আর.এস. (Revisional Survey), বি.ডি.এস (Bangladesh Digital Survey)" ।

০২। দিয়ারা জরিপের পটভূমি :

মূলত: দিয়ারা অপারেশন এর অধিক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ। জেলা প্রশাসকগণের চাহিদা/রিকুইজিশন এর প্রেক্ষিতে ১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইন এর ১৪৪(১) ধারা মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন সাপেক্ষে কোন এলাকার/মৌজার দিয়ারা জরিপ কাজ করার আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়। এছাড়া নদী বা সাগর হতে জেগে উঠা নতুন চরভূমিতে দিয়ারা জরিপের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সনের এস. এস. ম্যানুয়ালের ৩২১ বিধি অনুসরণ করে নতুন মৌজা গঠন ও নামকরণ কাজ সম্পন্ন করে জরিপ কাজ সম্পন্ন করাই দিয়ারার উল্লেখযোগ্য কাজ।

দিয়ারা অপারেশন ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ম্যানুয়াল জরিপে ১৫৩৫টি মৌজা কর্মসূচিভুক্ত করে ১৫১৩ টি মৌজার যাবতীয় কাযর্ক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২২টি মৌজার কাজ বিভিন্ন স্তরে চলমান আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দিয়ারা অপারেশন কর্তৃক ১০০টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ কর্মসূচিভুক্ত করে ৫৯টি মৌজার যাবতীয় কাযর্ক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ৪১টি মৌজার কাজ বিভিন্ন স্তরে চলমান আছে। দিয়ারা শুরু থেকে অদ্যাবধি The Bengal Survey and Settlement Manual, 1935 এর ৩২১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রায় ৪৪০০টি চরের মৌজাগঠন ও জে. এল. নম্বরসহ নামকরণ কাজ সম্পন্ন করেছে।

০৩। সাম্প্রতিক (২০২২-২৩ অর্থ বৎসর) সময়ের দিয়ারার অগ্রগতি ও সাফল্যের চিত্র :

দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি আঞ্চলিক অফিস (দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম) এ মঞ্জুরীকৃত ১০৬টি পদের বিপরীতে ৪৪জন কর্মকর্তা/কর্মচারি কর্মরত আছে এবং ৬২টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সীমিত জনবল নিয়ে দিয়ারা তার জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে দিয়ারা অপারেশন ২০টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা সম্পন্ন করেছে এবং ৩২টি মৌজার নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট হস্তান্তর করেছে।

দিয়ারার অন্যতম আরেকটি কাজ হলো নতুন বা নবগঠিত চরের জে.এল. নম্বরসহ মৌজা গঠন ও নামকরণ সম্পন্নকরণ। ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে দিয়ারা অপারেশন সংশিষ্ট জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ ও যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্নকরত: The Bengal Survey and Settlement Manual, 1935 এর ৩২১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক ০৪টি চরের মৌজাগঠন ও জে. এল. নম্বরসহ নামকরণ কাজ সম্পন্ন করেছে।

০৪। দিয়ারা অপারেশন, ঢাকার অধীনে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ জরিপের তথ্যাদি:

দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা এর অধীন ৩টি আঞ্চলকি অফিসের সীমিত জনবল দিয়ে স্বল্পতম সময়ে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বর্পূণ এলাকার জরিপ কাজ সম্পন্ন করে নজির স্থাপন করেছে। উপকূলীয় জেলায় নতুন জেগে উঠা চর/দ্বীপসমূহের দিয়ারার মাধ্যমে জরিপকৃত ভূমি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখেছে। বর্ণিত ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

- অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার দিয়ারা জরিপ।
- চট্টগ্রাম সন্দ্বীপ উপজেলার সবুজ চর অর্থনৈতিক অঞ্চল দিয়ারা জরিপ।
- অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মীরসরাই উপজেলার জরিপ।
- নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপ।
- সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপ।
- ফেনী /নোয়াখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরভূমি জরিপ।
- ভোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরভূমি জরিপ।
- সেনানিবাস স্থাপনের জন্য নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার জাহাজ্জার চর (স্বর্ণদ্বীপ) দিয়ারা জরিপ।
- রোহিঙ্গা শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য ভাসান চর দিয়ারা জরিপ।
- সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে মাদারগঞ্জ উপজেলার কাইজার চরের জরিপ।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে পাবনা উপজেলার সুজানগর উপজেলায় চর রামকান্তপুর মৌজার জরিপ।
- নৌ-বাহিনীর ফরওয়ার্ড বেইস নির্মাণের জন্য পটুয়াখালী জেলার কাওয়ার চর এর (আংশিক) জরিপ।
- আন্তর্জাতিক মানের ইকোনোমিক জোন (ট্যুরিজম) শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপকরণ।
- শেখ হাসিনা সেনানিবাস স্থাপনের লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপ।
- পটুয়াখালী জেলার পায়রা-কুয়াকাটা Comprehensive Master Plan প্রণয়নাধীন মৌজাসমূহের জরিপ।

০৫। উল্লেখযোগ্য উন্নয়ণমূলক কাজ সম্পন্নকরণের লক্ষ্যে স্বল্পতম সময়ে দিয়ারার মাধ্যমে সম্পন্নকৃত গুরুত্বপূর্ণ মৌজার ডিজিটাল জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপ :

(ক) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ০৭ মৌজার জরিপকরণ এবং মৌজা গঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	কক্সবাজার	মহেশখালী	দক্ষিণ ধলঘাটা	৩২	২৯৪৬.২৩	২৮/০৮/২০১৭	০২/০১/২০১৮
০২	কক্সবাজার	মহেশখালী	সমুদ্র বিজয়	৩৩	৩৪৫৯.৬১	২৪/০৮/২০১৭	০২/০১/২০১৮
০৩	কক্সবাজার	মহেশখালী	বিজয় একাত্তর	৩৪	১৯১৮.৩৮	২০/০৮/২০১৭	০২/০১/২০১৮
০৪	কক্সবাজার	মহেশখালী	দক্ষিণ কুতুবজোম	৩৫	৩৬৩৮.৯২	৩০/০৮/২০১৭	০২/০১/২০১৮
০৫	কক্সবাজার	মহেশখালী	সমুদ্র বিলাস	৩৬	৩৪১৫.২১	২২/০৮/২০১৭	০২/০১/২০১৮
০৬	কক্সবাজার	মহেশখালী	পানদ্বীপ	৩৮	১৮৪২.৮৩	২২/০৮/২০১৭	০২/০১/২০১৮
০৭	কক্সবাজার	মহেশখালী	চর মোহনা	৩৯	১২৪৭.৭৪	২২/০৮/২০১৭	০২/০১/২০১৮

(খ) সবুজচর অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জরিপকরণ :

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	চর সন্তোষপুর	২৭	৬৩১.৮৭	২৭/০৩/২০১৮	২৩/০৬/২০২১
০২	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	থাক সন্তোষপুর	৫৭	২২৯৮.২৪	২৭/০৩/২০১৮	২৩/০৬/২০২১

(গ) অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মীরসরাই উপজেলার জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	চট্টগ্রাম	মিরসরাই	পীরের চর	১১০	১৪১৬.২৩	০১/০৬/২০১১	৩১/০৭/২০১৪
০২	চট্টগ্রাম	মিরসরাই	সাধুর চর	১১১	১৬৪৪.১০	০১/০৬/২০১১	৩১/০৭/২০১৪
০৩	চট্টগ্রাম	মিরসরাই	শিল্প চর	১১২	১৮৫২.৮৭	০১/০৬/২০১১	৩১/০৭/২০১৪
০৪	চট্টগ্রাম	মিরসরাই	চর মোশাররফ	১১৩	১৫০৪.২৯	০১/০৬/২০১১	৩১/০৭/২০১৪

(ঙ) সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	নাটোর	লালপুর	চর জাজিরা	৫৪	৩৭৮৮.৮০	১৪/০২/২০১৭	চলমান
০২	নাটোর	লালপুর	বন্দোবস্তি গোবিন্দপুর	৫৮	৬৪.০০	০২/০২/২০১৭	২৬/০৮/২০২১

(ঙ) সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	বয়রা মাছুম	১৬	৩২৬.৪০	১৫/০৬/২০১৪	১৩/০১/২০২০
০২	সিরাজগঞ্জ	বেলকুচি	চর বয়রামাসুম	১১০	১২৮.০০	২৭/১১/২০১৭	১৩/০১/২০২০
০৩	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ	ফুলবাড়ী	২১৭	২৯৪.৮০	২৭/১১/২০১৭	১৩/০১/২০২০

(চ) ফেনী/নোয়াখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরভূমি জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	ফেনী	সোনাগাজী	ভাটির চর	১০৩	২২৯২.২৬	১০/০২/২০১৯	১৯/০১/২০২১
০২	নোয়াখালী	কোম্পানীগঞ্জ	বেজা শিল্প নগর চর	৪৪	১৫০০.০০	১৬/০৫/২০২২	অদ্যাবধি (হস্তান্তরের অপেক্ষায়)

(ছ) ভোলা জেলার বিভিন্ন চরে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরপিকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	ভোলা	চরফ্যাশন	উত্তর চর নিজাম	৭২	১৭৯৭.৬০	১০/০১/২০২৩	অদ্যাবধি (ডিপি)
০২	ভোলা	চরফ্যাশন	দক্ষিণ চর নিজাম	৭৩	১৯২৪.১৫	১০/০১/২০২৩	অদ্যাবধি (ডিপি)
০৩	ভোলা	মনপুরা	চর নজরুল	১১	১৯০০.০০	০১/০১/২০২৩	অদ্যাবধি (ডিপি)

(জ) সেনানিবাস স্থাপনের জন্য নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার জাহাজ্জার চর (স্বর্ণদ্বীপ) জরপিকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	বাথানবাড়ী	৬২	২৩১৯.২৪	২৭/০৩/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
০২	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	চিরিংগা	৬৩	২৩১৮.১২	২৭/০৩/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
০৩	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	কাঁকড়ার চর	৬৪	২৩১৮.৬২	২৭/০৩/২০১৮	২৮/১১/২০১৯

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০৪	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	বোয়ালিয়া	৬৫	২৩৬৯.৯৬	২৭/০৩/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
০৫	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	বগার চর	৬৬	২৩১২.৯০	২৭/০৩/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
০৬	চট্টগ্রাম	সন্দ্বীপ	চর কাউনিয়া	৬৭	২৩১৮.৬৫	২৭/০৩/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
০৭	নোয়াখালী	হাতিয়া	চামেলী	৭৫	২০৩৬.৪৪	০৮/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
০৮	নোয়াখালী	হাতিয়া	ময়না	৭৬	২০৩৮.০৯	০৮/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
০৯	নোয়াখালী	হাতিয়া	রুপালী	৭৭	২০৩৮.৮৫	০৯/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১০	নোয়াখালী	হাতিয়া	মাধবী	৭৮	২০৩৫.৬২	০৯/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১১	নোয়াখালী	হাতিয়া	মহিহার	৭৯	২০৩৯.২৯	১০/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১২	নোয়াখালী	হাতিয়া	স্বর্নদ্বীপ	৮০	২৫০০.৪১	১০/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১৩	নোয়াখালী	হাতিয়া	গোধুলী	৮১	২০৩১.২০	১১/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১৪	নোয়াখালী	হাতিয়া	বাতায়ান	৮২	২০৩৩.৯৯	১১/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১৫	নোয়াখালী	হাতিয়া	ধানসিঁড়ি	৮৩	২০৪০.৬৮	১২/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১৬	নোয়াখালী	হাতিয়া	নহিরকিা	৮৪	২০৪৬.৬৭	১২/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১৭	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চর সুবর্ন	৩০৭	১৭২২.২৭	১৫/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১৮	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চর মহুয়া	৩০৮	১৭১৮.৫২	১৫/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
১৯	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চর বনশ্রি	৩০৯	১৭২০.২০	১৬/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯
২০	নোয়াখালী	সুবর্ণচর	চর চাঁদনী	৩১০	২৫০০.৫২	১৬/০৪/২০১৮	২৮/১১/২০১৯

(ঝ) রোহিঙ্গা শরনার্থী পুনর্বাসনের জন্য ভাসান চর জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	নোয়াখালী	হাতিয়া	ভাসান চর	৮৫	১৭২১.৯৯	২৭/০৪/২০১৮	২৭/৬/২০২১
০২	নোয়াখালী	হাতিয়া	শালিক চর	৮৬	১৮১৫.২১	২৭/০৪/২০১৮	২৭/৬/২০২১
০৩	নোয়াখালী	হাতিয়া	চর বাতায়ন	৮৭	২৪৪৯.৭৭	২৭/০৪/২০১৮	২৭/৬/২০২১
০৪	নোয়াখালী	হাতিয়া	চর মোহনা	৮৮	২৩৪৯.৭৭	২৭/০৪/২০১৮	২৭/৬/২০২১
০৫	নোয়াখালী	হাতিয়া	চর কাজলা	৮৯	১৪২০.৯৩	২৭/০৪/২০১৮	২৭/৬/২০২১
০৬	নোয়াখালী	হাতিয়া	কেওড়ার চর	৯০	২৩৩৩.০৩	২৭/০৪/২০১৮	২৭/৬/২০২১

(ঞ) সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে মাদারগঞ্জ উপজেলার কাইজার চরের জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	জামালপুর	মাদারগঞ্জ	কাইজারচর	১১৪	১৯৯৬.৮০	২৬/২২/২০১৭	১৫/১০/২০১৮

(ট) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে পাবনা উপজেলার সুজানগর উপজেলায় চর রামকান্তপুর মৌজার জরিপ

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	পাবনা	সুজানগর	চর রামকান্তপুর	১৮৫	৭৬১.৬০	২৫/০১/২০১৮	১৮/১১/২০১৮

(ঠ) নৌ-বাহিনীর ফরওয়ার্ড বেইস নির্মাণের জন্য পটুয়াখালী জেলার কাওয়ার চর এর জরিপকরণ এবং মৌজাগঠন ও নামকরণ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	নতুন কাওয়ার চর	৬২	১৬৮৮.৩৭	১৯/০২/২০১৯	১৪/১২/২০২১

(ড) পটুয়াখালী ও বরিশাল জেলায় শেখ হাসিনা সেনানিবাস স্থাপনকল্পে প্রস্তাবিত মৌজার দিয়ারা জরিপ কার্যক্রম:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	পটুয়াখালী	মির্জাগঞ্জ	রামপুর	০৯	১২৬৮.০৪	২২/০২/২০১৭	২৪/০২/২০২২
০২	পটুয়াখালী	দুমকী	আলগী	০১	৯০০.৮১	১৭/১১/২০১৬	৩০/১১/২০২০
০৩	পটুয়াখালী	দুমকী	লেবুখালী	২২	১৩০৬.৬৩	১০/১২/২০১৬	০৩/০১/২০২১
০৪	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	কানকী	২৪	৫১২.১০	২২/০২/২০১৭	৩০/১১/২০২০
০৫	বরিশাল	বাকেরগঞ্জ	বড় কৃষ্ণকাঠী	২৫	২০৫৯.৮২	২২/০২/২০১৭	চলমান

(ঢ) আন্তর্জাতিক মানের ইকোনোমিক জোন (ট্যুরিজম) শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপকরণ:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	কক্সবাজার	কক্সবাজার সদর	তেতৈয়া	১৩	১৫৫৮.৩৮	১৮/১২/২০২২	চলমান

(ঞ) পায়রা বন্দর : জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর প্রস্তাবের আলোকে নিম্নবর্ণিত ১১ টি মৌজার জরিপ কার্যক্রম

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	ইঁটবাড়ীয়া	০৮	১৭৪০.০২	৩০/০৪/২০০৭	৩০/০১/২০২০
০২	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	রজপাড়া	০৯	১৬৭৫.৯৯	২০/০৪/২০০৪	৩০/০৩/২০১৭
০৩	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	গোলবুনিয়া	২৪	১২৬২.৬৫	০৭/০৪/২০০৭	৩০/০১/২০২০
০৪	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	লালুয়া	২৫	১৫০২.৬৬	১০/০৪/২০০৭	২৫/১১/২০১৯
০৫	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	বানাতি পাড়া	২৬	১৫৮১.৯১	১১/০৪/২০০৭	৩০/০১/২০২০
০৬	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	চান্দু পাড়া	২৮	২৯৮৩.৬৪	৩০/০৪/২০০১	২৫/১১/২০১৯
০৭	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	লেমুপাড়া	৪৪	২৩৬৯.৯৫	০৭/০৩/২০০৪	০২/১০/২০১৯
০৮	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	চর বালিয়াতলী	৪৬	১০২৪.০০	১৯/০৩/১৯৯৫	২১/০৬/২০১৬
০৯	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	ধুলাসার	৪৯	৩১৪৪.৪৪	১৫/০২/২০০১	১১/০৬/২০১৮
১০	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কাওয়ার চর	৫০	১৬৮৮.৩৭	১১/০৩/১৯৯৫	২১/০৬/২০১৬
১১	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	চর চাপলী	৫১	১৬৬৯.১৮	২২/০১/২০০১	১১/০৬/২০১৮
১২	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	বাউলতলী	৫৩	২১০৮.৬৩	২৫/০২/২০০৩	০৭/১০/২০১৮

(ত) কুয়াকাটা: জেলা প্রশাসক, পটুয়াখালী এর প্রস্তাবের আলোকে নিম্নবর্ণিত ৬ টি মৌজার জরিপ কার্যক্রম বিভিন্ন সময়ে শুরু করে রেকর্ড প্রস্তুতের যাবতীয় কার্যক্রম সমাপ্তক্রমে জেলা প্রশাসক বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে:

ক্রম	জেলা	উপজেলা	মৌজার নাম	জে.এল.নং	এরিয়া (একর)	জরিপের সময়কাল	
						আরম্ভ	সমাপ্ত
০১	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	খাজুরা	৫৬	২৩২৮.৭১	৩০/০৩/২০০০	২৬/০৮/২০১৫
০২	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	কুয়াকাটা	৫৭	৩০১৮.৮৬	৩০/০৩/২০০০	৩০/০৩/২০১৭
০৩	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	আলীপুর	৫৮	২৯৭০..৮৯	৩০/০৩/২০০০	৩০/০৩/২০১৭
০৪	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	দক্ষিণ লতাচাপলী	৫৯	২৮৩৩.৬৬	৩০/০৩/২০০০	৩০/০৩/২০১৭
০৫	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	লতাচাপলী	৬০	৩০৬৫.৯১	৩০/০৩/২০০০	২৭/০৭/২০১৭
০৬	পটুয়াখালী	কলাপাড়া	গঙ্গামতি	৬১	২৫২৮.৮২	০১/০৩/১৯৯৫	১২/৪/২০১৬

৪

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২২-২৩ মাঠ মৌসুমের সাফল্যচিত্র

১। বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

ক. বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন

ক্রমিক নং	তারিখ	সম্মেলনের সংখ্যা	পর্যায়
০১.	২১-২৩ নভেম্বর ২০২২	০১	মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর বাংলাদেশ এবং সার্ভেয়ার জেনারেল অব ইন্ডিয়া পর্যায়ে যৌথ সীমানা সম্মেলন।

খ. বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্তে যৌথ মাঠ পরিদর্শন

ক্রম নং	তারিখ	সেক্টরের নাম	পর্যায়
০১.	০২/০২/২৩	বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)	চার্জ অফিসার
০২.	২২/০২/২৩	ঐ	ঐ
০৩.	২২/০৩/২৩	ঐ	ঐ
০৪.	০৪-০৮ এপ্রিল ২৩	ঐ	উপপরিচালক (জরিপ)
০৫.	০৮/০৪/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
০৬.	০২-০৩ মে ২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
০৭.	০৫-০৬ মে ২৩	ঐ	উপপরিচালক (জরিপ)
০৮.	১২/০৫/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
০৯.	১৯/০৫/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
১০.	২৯-৩০ মে ২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
১১.	০৮-১২ জুন ২৩	ঐ	মহাপরিচালক/পরিচালক
১২.	০৮/০২/২৩	বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত)	চার্জ অফিসার
১৩.	১৩/০২/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
১৪.	২৩/০২/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
১৫.	১৩/০৩/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
১৬.	১১/০৩/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
১৭.	১৮-২২ মার্চ ২৩	ঐ	উপপরিচালক (জরিপ)/আইসি
১৮.	২৭ এপ্রিল ০১ মে ২৩	ঐ	মহাপরিচালক/পরিচালক
১৯.	১৮/০৫/২৩	ঐ	চার্জ অফিসার
২০.	৩১/০১/২৩	বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত)	চার্জ অফিসার
২১.	০৪/০২/২৩	বাংলাদেশ-আসাম (ভারত)	চার্জ অফিসার

গ. বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্তে সীমানা পিলার পুনর্নির্মাণ/মেরামত সংক্রান্ত তথ্য:

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম	পিলার সংখ্যা		
		পুনর্নির্মাণ	মেরামত	মোট
১.	বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টর	৯৪	৫৮	১৫২
২.	বাংলাদেশ-মেঘালয় (ভারত) সেক্টর	২৬৮	৫৬	৩২৪
৩.	বাংলাদেশ-ত্রিপুরা (ভারত) সেক্টর	৭৯	৩১৩	৩৯২
৪.	বাংলাদেশ-আসাম (ভারত) সেক্টর	৪৫	৪৪	৮৯
	সর্বমোট	৪৮৬	৪৭১	৯৫৭

২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক জিওডেটিক কন্ট্রোল পিলারের মান নির্ণয়:

ক্রম	জোনের নাম	মান নির্ণয়কৃত পিলারের সংখ্যা	মন্তব্য
১	ঢাকা	১১১	
২	দিনাজপুর	৪২	
৩	রংপুর	৪০	
৪	যশোর	১৪	
৫	টাঙ্গাইল	৬	
৬	ময়মনসিংহ	৩২	
৭	কুমিল্লা	২৮	
৮	চট্টগ্রাম	১০	
৯	বরিশাল	৪৪	
১০	পটুয়াখালী	৪	
১১	নোয়াখালী	৮	
১২	সেটেলমেন্ট অফিস, দিয়ারা অপারেশন, ঢাকা।	৪২	
সর্বমোট		৩৮১	

৩। দিনাজপুর ও বরিশাল জোনের অধিন ম্যানুয়েল পদ্ধতিতে ট্রাভার্স জরিপ কার্যক্রম:

ক্রম	জোনের নাম	জেলার নাম	উপজেলার নাম	মৌজার নাম	এস এ এর শিট নং	স্কেল	হস্তান্তরকৃত শিট সংখ্যা	স্কেল	মন্তব্য
১।	দিনাজপুর	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	৮৪ নং	০১	১৬"= ১ মাইল	০১	৩২"= ১ মাইল	১২১.১১ একর
২।	দিনাজপুর	ঠাকুরগাঁও	সদর	ভাকুড়া	০২	১৬"= ১ মাইল	৪২	৬৪"= ১ মাইল	১৪৪৪.০৩ একর
৩।	বরিশাল	পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	১০৭ নং সালন্দর	০১	১৬"= ১ মাইল	১৬	৮০"= ১ মাইল	৩০৬.৭৭ একর
৪।	বরিশাল	পিরোজপুর	মঠবাড়ীয়া	৩৩ নং মঠবাড়ীয়া	০১	১৬"= ১ মাইল	২৩	৮০"= ১ মাইল	৪২৭.১৪ একর

৪) আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিস্পত্তিকরণ:

ক্রম	কর্মসূচিভুক্ত আন্ত:জেলা সীমানা বিরোধীয় এলাকার নাম	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
১	ময়মনসিংহ (ভালুকা) - গাজীপুর (শ্রীপুর) আন্তঃজেলা সীমানা	এ আন্তঃজেলা সীমানায় ১৮.০১.২৩ তারিখে ১২টি পিলার স্থাপন করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।	
২	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাও বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার সীমানা পিলার রিলে করা।	জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলা ও বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কাজ সমাপ্ত ০৪.০৬.২০২৩ তারিখ ১৯ (উনিশ) টি পিলার স্থাপন করে সীমানা নির্ধারণ করা হয়েছে।	

ক্রম	কর্মসূচিভুক্ত আন্ত:জেলা সীমানা বিরোধীয় এলাকার নাম	কাজের অগ্রগতি	মন্তব্য
৩	ফরিদপুর (চর ভদ্রাশন ও সদরপুর) - মুন্সীগঞ্জ (শ্রীনগর) - মাদারীপুর (শিবচর) আন্তঃজেলা	ফরিদপুর (চর ভদ্রাশন ও সদরপুর) - মুন্সীগঞ্জ (শ্রীনগর) - মাদারীপুর (শিবচর) আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সীমানা নির্ধারণী এলাকায় পিলার নির্মাণের জন্য চিহ্নিত স্থানসমূহে ০৯.০৫.২০২৩ তারিখ সরেজমিনে ফরিদপুর, মাদারীপুর ও মুন্সীগঞ্জ জেলার জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধিগণকে বুঝে নেয়ার জন্য পত্র দেয়া হয়। নির্ধারিত তারিখে উপপরিচালক (জরিপ) সরেজমিন জেলা প্রশাসকগণের প্রতিনিধির কাছে পিলার নির্মাণের চিহ্নিত স্থানসমূহ বুঝিয়ে দেয়ার জন্য উপস্থিত হন। ফরিদপুর (সদরপুর) - মাদারীপুর (শিবচর) এর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন কিন্তু জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জের কোন প্রতিনিধি উপস্থিত না থাকায় আন্তঃজেলা সীমানা বুঝিয়ে দেয়া সম্ভব হয়নি।	
৪	চাঁদপুর (হাইমচর) - শরীয়তপুর (গোসাইরহাট)	চাঁদপুর (হাইমচর) - শরীয়তপুর (গোসাইরহাট)- আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধটি সুষ্ঠুভাবে নিস্পত্তির জন্য মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর সভাপতিত্বে ১১ মে ২০২৩ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বর্ণিত আন্তঃজেলা সীমানা বিরোধ নিস্পত্তির জন্য মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর- ৩ আসন এর উপস্থিতিতে স্বল্প পরিসরে সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে এক টেবিলে বসে আলোচনা করতঃ সমাধান করতে হবে। এ লক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং মাননীয় সংসদ সদস্য, শরীয়তপুর-৩ আসন এর সাথে মহাপরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর যোগাযোগপূর্বক দিনক্ষণ নির্ধারণ করবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মাননীয় মন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর সাথে মহাপরিচালক সাক্ষাত করেছেন।	

৫) মৌজা ম্যাপ বিক্রির হিসাব:

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর রেকর্ডরুম হতে অফলাইনে ১৭,৮৬৬ টি মৌজা ম্যাপ বিক্রি বাবদ ৮৯,৩৩,৮০০/- (উনানব্বই লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত) এবং অনলাইনে ৩,৬৬৯ টি মৌজা ম্যাপ বিক্রি বাবদ ২৩,১১,৪৭০/- (তেইশ লক্ষ এগার হাজার চারশত সত্তর) টাকা মাত্রসহ সর্বমোট (৮৯,৩৩,৮০০+ ২৩,১১,৪৭০) = ১,১২,৪৫,২৭০/-(এক কোটি বার লক্ষ পঁয়তালিশ হাজার দুইশত সত্তর) টাকা মাত্র রাজস্ব খাতে জমা প্রদানের কাজ সম্পন্ন করণ।

৬) ম্যাপ মুদ্রণের হিসাব:

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অধিন বিভিন্ন জোনে ১০৯৭ টি মৌজার ১৫৪৪ টি সিটের ১,৪৭,২২৮ (এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার দুইশত আটাশ) কপি মৌজা ম্যাপের মুদ্রণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।

৭) স্ক্যানকৃত ম্যাপের হিসাব :

ক্রমিক নং	প্রতিষ্ঠানের/প্রজেক্টের নাম	স্ক্যানকৃত ম্যাপের সংখ্যা	মন্তব্য
১.	এডিটিংএর জন্য	১৫১৯	
২.	জোনিং প্রজেক্টকে	১৩৯৬১	
৩.	ম্যাপ বিক্রয়ের জন্য স্ক্যান	১১৫৩	
	সর্বমোট	১৬৬৩৩	

৮। ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ডিজিটাল যন্ত্রপাতি:

ক) ইলেকট্রোনিক টোটাল ষ্টেশন (ইটিএস মেশিন):

ক্রম	ইটিএস মেশিনের সংখ্যা	অচল ইটিএস মেশিনের সংখ্যা	সচল ইটিএস মেশিনের সংখ্যা	মেরামতের জন্য সরবরাহ	বিভিন্ন জোনে সরবরাহ	মন্তব্য
১.	৩৪৮	১৬৭	১৭১	১০	১৬২	আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ কাজের জন্য ০৯ টি সংরক্ষিত

খ) জি এন এস এস (GNSS) মেশিনেরর সেট: ০৩ (তিন) টি

গ) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জরিপ অনুবিভাগ কর্তৃক ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ক্রয়কৃত যন্ত্রপাতির বিবরণ:

ক্রম	কাজের বিবরণ	যন্ত্রপাতির নাম	পরিমাণ (সংখ্যায়)
১.	ম্যাপ মুদ্রণ প্রেসের আধুনিক পদ্ধতিতে থার্মাল প্লেট উৎপাদন	কম্পিউটার টু প্লেট(সিটিপি) মেশিন	০১
২.	মৌজা ম্যাপ স্ক্যান কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা	হাই প্রিসিশন ফ্লাটবেড স্ক্যানার	০২
৩.	স্ক্যান ম্যাপ বিক্রয় কাজ ত্বরান্বিত করা	হাই প্রিসিশন ইংকজেট প্লটার	০২

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা কার্যালয়ে ২০২২-২৩ অর্থ বছরে চলমান বিডিএস জরিপ কার্যক্রমের প্রকৃত অর্জন

জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, ঢাকা কার্যালয়ের অধিক্ষেত্রাধীন ০৬টি জেলায় (৪টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩৪টি উপজেলায়) মোট ৫২৫৩টি মৌজা বিদ্যমান। তন্মধ্যে ৩২৬ টি মৌজা বিডিএস জরিপের কর্মসূচিভুক্ত। কর্মসূচিভুক্ত ৩২৬টি মৌজার মধ্যে ১০৭টি মৌজা ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে এবং ২১৯টি মৌজা ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপের কর্মসূচিভুক্ত। ইতোমধ্যে কর্মসূচিভুক্ত ৩২৬টি মৌজার মধ্যে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ১০৫টি এবং ডিজিটাল পদ্ধতির ৭৩টিসহ মোট ১৭৮টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা ও গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ায় সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হস্তান্তরিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৪৮টি মৌজার মধ্যে ম্যানুয়াল পদ্ধতির ০২টি (সাভার উপজেলাধীন ১৪১ নং দক্ষিণকৃষ্ণপুর ও ১৪২ নং ছোট কালিয়াকৈর) মৌজা এবং ডিজিটাল পদ্ধতিতে ১৪৬টি মৌজার বিভিন্ন স্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রকৃত অর্জন নিম্নরুপ:

২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৮টি মৌজার ১৪৯৮১ একর জমির কিস্তোয়ার, ২৫টি মৌজার ৮২ হাজার বুঝারত খতিয়ান সৃজন, ২০টি মৌজার ৫০ হাজার খতিয়ানের তসদিক সম্পন্ন, ২০ টি মৌজার ৬১ হাজার খতিয়ানের খসড়া প্রকাশনা, ২০টি মৌজার ২৫৫৩০টি আপত্তি এবং ২৫টি মৌজার ৪২৪৮টি আপিল নিস্পত্তি করা হয়েছে। ২৮টি মৌজার ৪২ হাজার খতিয়ানের চূড়ান্ত যাঁচ, ২১টি মৌজার ১৬ হাজার খতিয়ানের চূড়ান্ত প্রকাশনা, ১৪টি মৌজার ০৮ হাজার খতিয়ানের গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং ১৪টি মৌজার ০৮ হাজার খতিয়ান সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রায় ১৫টি গণসংযোগ করা হয়েছে। ভূমি জরিপের বিভিন্ন স্তর ও বিধি বিধান সম্বলিত প্রায় ৮০,০০০ (আশি হাজার) লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। সপ্তাহে প্রতি সোমবার ও বুধবার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে গণশুনানীর আয়োজন করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৩ হতে জুন ২০২৩ পর্যন্ত মেয়াদে গণশুনানীর দিন মোট ৪৩১৬টি আবেদন গ্রহণ করা হয়েছে এবং আনুমানিক ১৫০০ জনকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার দেয়া হয়েছে।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রমে ব্যবহৃত সফটওয়্যারটির প্রভুত উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। খানাপুরি-বুঝারত স্তরে খতিয়ান প্রস্তুত হওয়ার সাথে সাথে সয়ংক্রিয়ভাবে ভূমি মালিকের নিকট এসএমএস এবং ই-মেইল প্রেরণ করা হয়। খসড়া প্রকাশনার অব্যবহিত পরেই অনলাইনে খসড়া খতিয়ান দেখা যায়। বুঝারত খতিয়ান সৃজন হওয়ার পর থেকে চূড়ান্ত প্রকাশনা পর্যন্ত যে কোন স্তরে ভূমি মালিকগণ মাত্র ১০০(একশত) টাকার বিনিময়ে খতিয়ান গ্রহণ করতে পারেন। বর্তমানে সফটওয়্যারটিতে খতিয়ানের সাথে ম্যাপের ইন্টিগ্রেশন এবং অনলাইনে আপত্তি ও আপিল মামলা দায়ের পদ্ধতি প্রক্রিয়াধীন।

মোঃ আশরাফ হোসেন (উপসচিব), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, ঢাকা।

ভূমি জরিপে দুর্নীতি প্রতিরোধক বিষয়ক মতবিনিময় সভা

গণসংযোগ সভা

দিনাজপুর জোনের জরিপের সাফল্যগাঁথা

জাতির জনকের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্য নিয়ে দিনাজপুর জোনে আনুষ্ঠানিকভাবে জরিপের যাত্রা শুরু হয় ২০১২ সনে। এর পূর্বে জোনের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালিত হতো রংপুর ও বগুড়া জোনের অধীনে। দিনাজপুর জোনের মাঠ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়: দিনাজপুর জেলা ২০০৩-০৫, ঠাকুরগাঁও জেলা ২০০৭-০৮, পঞ্চগড় জেলা ২০০৭-০৯। দিনাজপুর জোনের আওতাভুক্ত জেলার সংখ্যা: ০৩টি, উপজেলার সংখ্যা ২৩টি, মৌজা সংখ্যা ৩,১০৯ টি এবং আয়তন ৬৬,৬১১.৬৭ বর্গ কি.মি.।

স্তরভিত্তিক অর্জন:

আপত্তি স্তর: ৩,০০৬ টি মৌজার ১১,০৯,৩৬৬ টি আপত্তি মামলার মধ্যে ২,৮৮৬ টি মৌজার ১০,৯১,৮২৬ টি আপত্তি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে মোট ০১ লক্ষ আপত্তি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

আপীল স্তর: আপীল স্তরে ২,৮৮৬ টি মৌজার ৭৭,৬২০ টি মামলার মধ্যে ১,৯২২ টি মৌজার ৫৯,৮৬১ টি আপীল মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

নকশা কলিকরণ: ডি/ম্যান স্বল্পতার কারণে নকশা চূড়ান্ত যাঁচ, কালিকরণ, স্টাপিং কাজ অসমাপ্ত থাকায় বিপুল সংখ্যক মৌজা মুদ্রণের জন্য পেন্ডিং থাকতো। স্থানীয়ভাবে বেকার তরুণ/তরুণীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে পেন্ডিং নকশা চূড়ান্তকরণের কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। আগষ্ট/২৩ পর্যন্ত প্রায় ১,২১৯টি মৌজার ২,০৪৭টি শীটের চূড়ান্ত কালিকরণ সমাপ্ত করে মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে। এ উদ্যোগের ফলে এ স্তরে আর কোন নকশার কাজ পেন্ডিং থাকছে না।

অনলাইন অটোমেশন সফটওয়্যার: দিনাজপুর জোনের প্রায় ১৭ লক্ষ খতিয়ানের মধ্যে ১৪ লক্ষ খতিয়ানের ডাটা অনলাইন অটোমেশন সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা হয়েছে। যা সারদেশে এন্ট্রিকৃত মোট খতিয়ানের ৬০%। অনলাইন অটোমেশন সফটওয়্যারটি জরিপ অধিদপ্তরের একটি অনবদ্য উদ্ভাবন। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের ফলে চূড়ান্ত যাঁচ, ফেয়ারকপি, প্রিন্টসহ জরিপের সকল কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি রেকর্ডে টেম্পারিং, ওভারলেপিং বন্ধে কার্যকর ভূমিকা রাখছে। ভূমি মালিকগণ হয়রানি ছাড়াই খতিয়ানের তথ্য ঘরে বসে জানতে পারছেন। এর ফলে গত ০৩ বছরে দিনাজপুর জোন হতে দ্রুততম সময়ে চূড়ান্ত যাঁচ সম্পন্ন করে প্রায় ১০৫০ টি মৌজা মুদ্রণের জন্য প্রেরণ করা সম্ভব হয়েছে।

মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরণ ও হস্তান্তর: এ জোনের অধীন ক্রাশ প্রোগ্রামের মাধ্যমে বোঁচাগঞ্জ উপজেলার ১৩৫ টি এবং খানসামা উপজেলার মোট ৫৭ টি মৌজার চূড়ান্ত যাঁচ ও ফেয়ারকপি সমাপ্ত করাসহ সর্বমোট ১,১৭৫টি মৌজার ৪,৪৯,৭২২টি খতিয়ান ও ২,০০৯টি সিট মুদ্রণের জন্য প্রেসে প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৮ সনে এ জোনের ৬৯টি মৌজা হস্তান্তর হয়। ২০১৮-২৩ পর্যন্ত ইতোমধ্যে ৫৮৯টি মৌজার জরিপ কাজ সম্পন্ন করে জেলা প্রশাসক এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২৩ -২৪ অর্থবছরে আরও ৫০০টি মৌজা হস্তান্তরের কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পেন্ডিং জরিপ কাজ দ্রুততম সময়ে সমাপ্তির লক্ষে গৃহিত কার্যক্রম: এ জোনের পেন্ডিং কাজ দ্রুত সমাপ্তির লক্ষে উপজেলা অফিসসমূহে কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে টিম গঠন করে চূড়ান্ত যাঁচ সম্পন্ন করা হচ্ছে। সকল উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসে মানসম্মত নতুন কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ করা হয়েছে। পস মেশিনের ম্যধ্যমে চূড়ান্ত প্রকাশনা স্তরে খতিয়ান বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সি,সি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে।

শত বছরের মালিকানাহীন (কাগজপত্র) ছিটমহলবাসীদের পরিবারকে মালিকানা প্রদান: ডিজিটাল পদ্ধতিতে ২০১৫ সালে দিনাজপুর জোনের অধীন পঞ্চগড় জেলার পঞ্চগড় সদর, বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলার ৩৬টি ছিটমহলের ১৭টি মৌজার জরিপ শুরু করে মাত্র ০৩ (তিন) বছরের কম সময়ে ১৬টি মৌজার ২৬,০০০টি খতিয়ান ও ম্যাপ চূড়ান্তভাবে হস্তান্তর করা হয়।

সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত স্টেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা ও জনবান্ধব ডিজিটাল জরিপ বিষয়ক কর্মশালা: "ভূমি সেবা ডিজিটাল বদলে যাচ্ছে দিনকাল" এ স্লোগানকে সামনে রেখে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের আয়োজনে গত ১৩/০৯/২০২৩ তারিখে জেলা প্রশাসক, দিনাজপুর এর সম্মেলন কক্ষে দিনাজপুর জেলা প্রশাসক জনাব শাকিল আহমেদ এর সভাপতিত্বে স্টেক হোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা ও জনবান্ধব ডিজিটাল জরিপ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে কর্মশালা শুভ উদ্বোধন করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আব্দুল বারিক। উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জনাব মোঃ এজাজ আহম্মেদ জাবের, পরিচালক (ভূমি রেকর্ড), জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব আবি আব্দুলাহ, উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট)। সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন জনাব মোঃ শামছুল আজম, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর। দিনাজপুর জেলার সকল ADC/UNO, বীরমুক্তিযোদ্ধা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্কুল মাদ্রাসার শিক্ষক, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ, জনপ্রতিনিধি, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, পৌর মেয়র, ইউপি চেয়ারম্যান, ভূমিমালিকসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশার সুধিবৃন্দের উপস্থিতিতে এক সফল কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে এ জোনের অধীন ০৩টি জেলার বিভিন্ন উপজেলায় ডিজিটাল/ম্যানুয়াল জরিপ বিষয়ে জরিপ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ স্থানীয় অংশীজনের সাথে ১০টি সভা এবং জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসে ০৩ টি সভা আয়োজন করা হয়।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় দিক নির্দেশনায় দিনাজপুর জোনের পেন্ডিং জরিপ কাজ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার পাশাপাশি রেকর্ড ও নকশা হস্তান্তরের দৃশ্যমান অগ্রগতি সাধন সম্ভব হয়েছে।

দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশনের জরিপের সাফল্যগাঁথা (Success Story)

নদী মার্তৃক বাংলাদেশের নদী ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় প্রতি বছর ভাঙ্গনের ফলে বিপুল পরিমাণ ভূমি নদী বা সমুদ্র গর্ভে বিলীন বা ভূমি সিকস্তি (Diluvion) হয়, আবার নতুন চর জেগে উঠে বা ভূমি পয়স্তি (Alluvion) হয়। এভাবে সিকস্তি পয়স্তির মাধ্যমে ভৌগলিক এবং স্বত্বের পরিবর্তন হয়ে জেগে উঠা নতুন চরাঞ্চলের জরিপক্রমে নতুন নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নাম দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন। দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের একটি প্রতিষ্ঠান। সমুদ্রের অপর নাম দরিয়া। আর এ দরিয়া শব্দ থেকে দিয়ারা শব্দের উৎপত্তি হয়েছে বলে জানা যায়। অনেকে দিয়ারার মাধ্যমে সম্পন্নকৃত জরিপকে দিয়ারা জরিপ হিসেবে অভিহিতি করে থাকে।

মূলত: দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন এর অধিক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ। জেলা প্রশাসকগণের চাহিদা/রিকুইজিশন এর প্রেক্ষিতে ১৮৭৫ সনের জরিপ আইনের (১৮৭৫ সনের ৫ম আইন) ৩ ধারা এবং ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাসত্ব আইন এর ১৪৪(১) ধারা মোতাবেক গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন সাপেক্ষে কোন এলাকার/মৌজার দিয়ারা জরিপ কাজ করার আইনগত ভিত্তি স্থাপিত হয়। এছাড়া নদী বা সাগর হতে জেগে উঠা নতুন চরভূমিতে দিয়ারা জরিপের ক্ষেত্রে ১৯৩৫ সনের এস. এস. ম্যানুয়ালের ৩২১ বিধি অনুসরণ করে নতুন মৌজা গঠন ও নামকরণ সম্পন্ন করে জরিপ কাজ সম্পন্ন করাই দিয়ারার উল্লেখযোগ্য কাজ। দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন ১৯৬৩ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এ পর্যন্ত ম্যানুয়াল জরিপে ১৫৩৫টি মৌজা কর্মসূচিভুক্ত করে ১৫১৩ টি মৌজার যাবতীয় কাযর্ক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ২২টি মৌজার কাজ বিভিন্ন স্তরে চলমান আছে। ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের লক্ষ্যে দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন কর্তৃক ১০০টি মৌজার ডিজিটাল জরিপ কর্মসূচিভুক্ত করে ৫৯টি মৌজার যাবতীয় কাযর্ক্রম সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণ বরাবরে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং ৪১টি মৌজার কাজ বিভিন্ন স্তরে চলমান আছে। দিয়ারা শুরু থেকে অদ্যাবধি The Bengal Survey and Settlement Manual, 1935 এর ৩২১ অনুচ্ছেদ মোতাবেক প্রায় ৪৪০০টি চরের মৌজাগঠন ও জে. এল. নম্বরসহ নামকরণের কাজ সম্পন্ন করেছে।

দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশনের অধীনে সাম্প্রতিককালে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ জরিপের তথ্যাদি:

দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, ঢাকা এর অধীন সাম্প্রতিককালে ৩টি আঞ্চলিক অফিসের সীমিত জনবল দিয়ে স্বল্পতম সময়ে দেশের বিভিন্ন গুরুত্বরপূর্ণ এলাকার জরিপ কাজ সম্পন্ন করে নজির স্থাপন করেছে। এসডিজি, রূপকল্প ২০৪১ এবং ডেল্টা প্যানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে উপকূলীয় জেলায় নতুন জেগে উঠা চর/দ্বীপসমূহের দিয়ারার মাধ্যমে জরিপকৃত ভূমিতে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ, শিল্প কারখানা স্থাপন, কৃষিকাজ এবং ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে চলেছে।

বর্ণিত ডিজিটাল জরিপ কাজের অগ্রগতির চিত্র নিম্নরূপ:

- অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার দিয়ারা জরিপ।
- চট্টগ্রাম সন্দ্বীপ উপজেলার সবুজ চর অর্থনৈতিক অঞ্চল দিয়ারা জরিপ।
- অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মীরসরাই উপজেলার জরিপ।
- নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপ।
- সিরাজগঞ্জ অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনের লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপ।
- ফেনী /নোয়াখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরভূমি জরিপ।
- ভোলা অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চরভূমি জরিপ।

- সেনানিবাস স্থাপনের জন্য নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার জাহাজ্জার চর (স্বর্ণদ্বীপ) দিয়ারা জরিপ।
- রোহিঙ্গা শরণার্থী পুনর্বাসনের জন্য ভাসান চর দিয়ারা জরিপ।
- সৌর বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে মাদারগঞ্জ উপজেলার কাইজার চরের জরিপ।
- বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে পাবনা উপজেলার সুজানগর উপজেলায় চর রামকান্তপুর মৌজার জরিপ।
- নৌ-বাহিনীর ফরওয়ার্ড বেইস নির্মাণের জন্য পটুয়াখালী জেলার কাওয়ার চর এর (আংশিক) জরিপ।
- আন্তর্জাতিক মানের ইকোনোমিক জোন (ট্যুরিজম) শিল্প প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কক্সবাজার জেলার তেতৈয়া মৌজার দিয়ারা জরিপ।
- শেখ হাসিনা সেনানিবাস স্থাপনের লক্ষ্যে দিয়ারা জরিপ।
- পটুয়াখালী জেলার পায়রা-কুয়াকাটা Comprehensive Master Plan প্রণয়নাধীন মৌজাসমূহের জরিপ।

সাম্প্রতিক (জুন ২০২১ হতে জুন ২০২৩) সময়ের দিয়ারার অগ্রগতি ও সাফল্যের চিত্র

দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন, ঢাকা ও এর নিয়ন্ত্রণাধীন ৩টি আঞ্চলিক অফিস (দিয়ারা অপারেশন, বরিশাল, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম) এ মঞ্জুরীকৃত ১০৬টি পদের বিপরীতে ৪৪জন কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত আছে এবং ৬২টি পদ শূন্য রয়েছে। প্রয়োজনের তুলনায় এ সীমিত জনবল নিয়ে দিয়ারা তার জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০২১-২২ অর্থ বৎসরে দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন ২৯টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা সম্পন্ন করেছে এবং ৫৮টি মৌজার নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন ২০টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা সম্পন্ন করেছে এবং ৩২টি মৌজার নকশা ও রেকর্ড প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করে গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ সাপেক্ষে সংশিষ্ট জেলা প্রশাসকগণের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। উলেখ্য, দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন কর্তৃক নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার ৪৪নং বেজা শিল্প নগর চর মৌজাটির জরিপের কাজ ১৬/০৫/২০২২ সালে আরম্ভক্রমে জরিপের সকল স্তরের কাজ সমাপনান্তে ১৯/০৯/২০২৩ তারিখে চূড়ান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে যা জেলা প্রশাসকের নিকট হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ অর্থ বৎসরে আরও ৩৫টি মৌজা হস্তান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এভাবে স্বল্পতম সময়ে জরিপ কাজ সম্পন্ন করার মাধ্যমে দিয়ারা সেটেলমেন্ট অপারেশন উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন করে চলেছে।

৫

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

উপদেষ্টা পরিষদ

জনাব মোঃ আব্দুল বারিক
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মুহাম্মদ আব্দুল হাই-আল মাহমুদ
পরিচালক (জরিপ)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

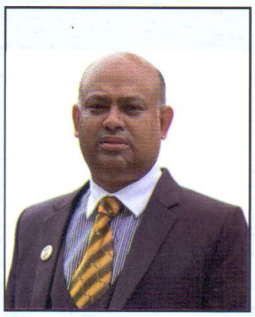

জনাব মোঃ মোমিনুর রশীদ
পরিচালক (ভূমি রেকর্ড)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

৬

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২২-২০২৩

সম্পাদনা পর্ষদ

জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন
পরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মহঃ মনিরুজ্জামান
উপপরিচালক (জরিপ)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ আফজালুর রহমান
উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ রকিবুল হাসান
উপপরিচালক (সেটেলমেন্ট অপারেশন-২)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার
উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব শেখ মুর্শিদুল ইসলাম
উপপরিচালক (প্রশাসন)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

মিজ ফরিদা খানম
চার্জ অফিসার (সীমানা-১)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোস্তাফিজুর রহমান
চার্জ অফিসার (সীমানা-২)
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর

৭

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বিভিন্ন কার্যক্রমের এ্যালবাম

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ কার্যক্রমের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ভূমি সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের সাথে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) মহোদয়ের সাথে জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসারগণের ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের এপিএ চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থ বছরের শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব জনাব মোঃ খলিলুর রহমান।

বাংলাদেশ মেঘালয় (ভারত) সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমানায় উভয় দেশের মহাপরিচালক/পরিচালক পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যৌথ মাঠ পরিদর্শনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা এবং শ্রী প্রলয় এম সাংমা, পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ, মেঘালয়, ভারত।

বাংলাদেশ মেঘালয় (ভারত) সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমানায় অনুষ্ঠিত যৌথ মাঠ পরিদর্শনের কার্যবিবরণী বিনিময় করেন জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা এবং শ্রী প্রলয় এম সাংমা, পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ, মেঘালয়, ভারত।

বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের মহাপরিচালক/পরিচালক পর্যায়ে যৌথ সীমানা পরিদর্শনের কার্যবিবরণী যৌথ স্বাক্ষর।

বাংলাদেশ-পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের মহাপরিচালক/পরিচালক পর্যায়ে সরজমিনে যৌথ সীমানা পরিদর্শন।

বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমানায় যৌথ মাঠ পরিদর্শনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং ড. [illegible] আইএএস, পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

বাংলাদেশ পশ্চিমবঙ্গ (ভারত) সেক্টরের আন্তর্জাতিক সীমানায় যৌথ মাঠ পরিদর্শনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করেন জনাব মোঃ আব্দুল বারিক, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ এবং ড. [illegible] আইএএস, পরিচালক, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা ও জনবান্ধব ডিজিটাল জরিপ বিষয়ক কর্মশালা।

প্রশাসনিক কর্মকর্তা জসাব মো মোঃ শফিকুল ইসলাম-কে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের সেরা কর্মচারীরর পুরস্কার প্রদান।

জরিপ কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ বিষয়য়ক সেমিনার

ডিজিটাল ভূমি জরিপ সংক্রান্ত টিওটি ওরিয়ন্টেশন কোর্স ২০২২ এর সমাপনী অনুষ্ঠান

স্টেকহোল্ডারদের সাথে মতবিনিময় সভা ও জনবান্ধব ডিজিটাল জরিপ বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে কর্মশালার উদ্বোধন করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আব্দুল বারিক।

দিনাজপুর জোনের সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার ও উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসারদের সাথে এপিএ অগ্রগতি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন এবং জরিপ কাজের অগ্রগতি বিষয়ক মতবিনিময় সভা।

রংপুর জোনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রশাসনিক ও জরিপ বিষয়ক প্রশিক্ষক।

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ড্রোন জরিপ কার্যক্রম।

১৩/০৬/২০২৩ তারিখ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় অংশীজনের সাথে মত বিনিময় সভায় জনাব মোঃ শামছুল আজম, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর।

উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস, কাহারোল, দিনাজপুর: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় স্থানীয় অংশীজনের সাথে মত বিনিময় সভা ও প্রচারণা সভায় জনাব মোঃ শামছুল আজম, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর ও জনাব মোঃ জিয়াউল হক, সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার, কাহারোল, দিনাজপুর ও অফিসের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ ভূমি মালিকগণ।

১৩/০৯/২০২৩ তারিখ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, দিনাজপুর এর সম্মেলন কক্ষে স্টেক হোল্ডারদের (Stakeholders) সাথে মতবিনিময় সভায় ও জনবান্ধব ডিজিটাল জরিপ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে ভার্চুয়ালি যুক্ত থেকে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন করেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) জনাব মোঃ আব্দুল বারিক। উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের জনাব মোঃ এজাজ আহম্মেদ জাবের, পরিচালক (ভূমি রেকর্ড), জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন, পরিচালক (প্রশাসন), জনাব আবি আব্দুল্লাহ, উপপরিচালক (অর্থ ও বাজেট)। সার্বিক তত্ত্বাবধায়নে ছিলেন জনাব মোঃ শামছুল আজম, জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর।

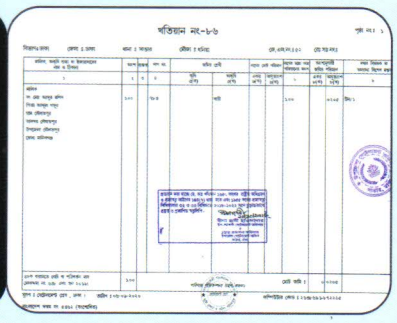

খতিয়ান নং-৮৬

**"ভূমিসেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল"**

ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর
ভূমি ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮
www.dlrs.gov.bd